গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
১ম-১২তলা সরকারি অফিস ভবন(১১তলা)
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
www.bkkb.gov.bd

নম্বর: ০৫.৮১.০০০০.০০৭.০৬.০০১.২২.১৬৭

তারিখ ১৭ বৈশাখ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
৩০ এপ্রিল, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: **বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৩৬তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ**

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৩৬তম বোর্ড সভা ১৭ এপ্রিল, ২০২৩ সোমবার সকাল ১১:০০ টায় জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী, সিনিয়র সচিব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়।

সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্টতা অনুযায়ী পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এ সাথে প্রেরণ করা হলো।

৩০.০৪.২০২৩
(দিল আফরোজা বেগম)
পরিচালক (প্রশাসন)
ফোন: ০২-৮৩৯২১২০
ই-মেইল: directoradmin@bkkb.gov.bd

সংযুক্তি: ৩৫তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী।

বিতরণ সদয় কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয়, ঢাকা।
২. সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. অতিরিক্ত সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. বিভাগীয় কমিশনার ও সভাপতি, আঞ্চলিক কল্যাণ কমিটি, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর/ময়মনসিংহ।
৫. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৬. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন।
৭. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও সমন্বয়), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১১. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
১২. অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)/ অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা, গবেষণা ও উন্নয়ন), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, ঢাকা।
১৩. যুগ্মসচিব (সচিবালয় ও কল্যাণ), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪. যুগ্মসচিব (মতামত), লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
১৫. পরিচালক (প্রশাসন/উন্নয়ন), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
১৬. পরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/ রংপুর/ ময়মনসিংহ।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে:

১. প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৩. সিনিয়র সহকারী সচিব (সচিবালয়), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
সেগুনবাগিচা, ঢাকা
www.bkkb.gov.bd

বিষয়:	:	**বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৩৬তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী**
সভাপতি	:	জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী, সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ ও সময়	:	১৭ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখ, সোমবার সকাল ১১.০০ টা
স্থান	:	ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম, Zoom Meeting Id 4055070685 Passcode: bkkb123
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট- ক

উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর তিনি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী কার্যপত্র উপস্থাপনের জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর মহাপরিচালক (সচিব) ও বোর্ডের সদস্য সচিব- কে অনুরোধ করেন। মহাপরিচালক সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী কার্যপত্র ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন।

আলোচ্যসূচি: ০১। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৩৫তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ:

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক সভায় অবহিত করেন বোর্ডের ৩৫তম বোর্ড সভা **১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩** তারিখ বুধবার সকাল ১০ টা ৩০ মিনিটে বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা এর সম্মেলনকক্ষে সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভার কার্যবিবরণী সম্মানিত সদস্যবৃন্দের নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করা করা হয়েছে। সম্মানিত সদস্যবৃন্দের নিকট হতে কোনরুপ সংশোধনী/মন্তব্য পাওয়া যায়নি। এ পর্যায়ে মহাপরিচালক সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন ৩৫ তম সভার আলোচ্যসূচি ৭.০ এ বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে সীমিত আকারে স্বাস্থ্য সেবা চালুকরণ এর বিষয়ে সিদ্ধান্ত ১ ও ২ এর উভয়ক্ষেত্রে পাইলট কর্মসূচি হিসেবে ০৬ (ছয়) মাসের বিষয় উল্লেখ রয়েছে, যা সংশোধন করে ১ (এক) বছর করা যেতে পারে। অন্যদিকে, আলোচ্যসূচি ১৩.০ এ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে বীমা সেবার আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অধীনে একটি বীমা কোম্পানি গঠন সিদ্ধান্ত- ১ অংশে স্বতন্ত্র বীমা কোম্পানি এর স্থলে স্বতন্ত্র জীবন বীমা কোম্পানি এবং সিদ্ধান্ত- ২ অংশে বীমা কোম্পানি এর স্থলে জীবন বীমা কোম্পানি সংশোধন করা যেতে পারে। এ বিষয়ে সকল সদস্য একমত পোষণ করেন। অতঃপর অন্য কোন সংশোধনী/মন্তব্য না থাকায় ৩৫ তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণীর বর্ণিত সিদ্ধান্ত সংশোধনপূর্বক দৃঢ়করণ করা হয়।

আলোচ্যসূচি: ০২। ৩৫তম বোর্ড সভার গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:
সভায় **১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩** তারিখ বুধবার অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর ৩৫তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রমিক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
২.১	**বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মতিঝিল দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকায় বহুতল ভবন নির্মাণ প্রকল্প:** স্থাপত্য অধিদপ্তর হতে ১১ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখ সংশোধিত নকশা পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে ১৮ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে।	১৮ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠেয় পর্যালোচনা সভার গৃহীতব্য সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড; (২) প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর।
২.২	**বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের চট্টগ্রাম আগ্রাবাদে বহুতল বাণিজ্যিক ভবন কাম শপিং কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প:** বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের চট্টগ্রাম আগ্রাবাদে বহুতল বাণিজ্যিক ভবন কাম শপিং কমপ্লেক্স এর Architectural Drawing and Design পাওয়া গেছে। ০২ মে, ২০২৩ তারিখ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে এ সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে।	০২ মে, ২০২৩ তারিখ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠেয় পর্যালোচনা সভার গৃহীতব্য সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড; (২) প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর;

			(৩) পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম।
২.৩	শেরেবাংলা নগরস্থ কমিউনিটি সেন্টার বোর্ডের উন্নয়নমূলক কাজের স্বার্থে র‍্যাবের নিকট থেকে বোর্ড এর নিকট হস্তান্তর: বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের শেরেবাংলা নগরস্থ কমিউনিটি সেন্টারের জমিতে বোর্ডের প্রধান কার্যালয় নির্মাণের লক্ষ্যে উক্ত কমিউনিটি সেন্টারটি খালি করার জন্য ১৬ মার্চ, ২০২৩ তারিখ সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে পত্র মারফত অনুরোধ করা হয়েছে।	র‍্যাবের নিকট থেকে কমিউনিটি সেন্টারের দখলস্বত্ব বোর্ড এর নিকট হস্তান্তরের জন্য পত্র যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড; (২) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
২.৪	রংপুর, ময়মনসিংহ ও বরিশাল এ বোর্ডের মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারের জন্য খাস জমি বরাদ্দ/জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত: (ক) বাংলাদেশ বেতার, রংপুর এর অনুকূলে অধিগ্রহণকৃত ভূমি রিজিউম করে অপরাপর সংস্থাকে যেভাবে বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে একই পদ্ধতি অবলম্বন করে রংপুর এ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণের জন্য প্রতীকী মূল্যে ভূমি বন্দোবস্ত প্রদানের বিষয়ে ১৪ মার্চ, ২০২৩ তারিখ বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর এবং জেলা প্রশাসক, রংপুর-কে পত্র মারফত অনুরোধ করা হয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর ০২ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড অনুকূলে প্রতীকী মূল্যে ভূমি বন্দোবস্ত প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করে জেলা প্রশাসক, রংপুরকে পত্র প্রেরণ করেছেন।	(ক) বাংলাদেশ বেতার, রংপুর এর অনুকূলে অধিগ্রহণকৃত ভূমি রিজিউম করে অপরাপর সংস্থাকে যেভাবে বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে একই পদ্ধতি অবলম্বন করে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর অনুকূলে জরুরি ভিত্তিতে প্রতীকী মূল্যে ভূমি বন্দোবস্ত প্রদানের বিষয়ে জেলা প্রশাসক, রংপুর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	(১) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়; (২) বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর; (৩) পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, রংপুর; (৪) জেলা প্রশাসক, রংপুর।
	(খ) বিভাগীয় কার্যালয়, ময়মনসিংহ এ মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারের জন্য ভূমি বরাদ্দের বিষয়ে ১৪ মার্চ, ২০২৩ তারিখ বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ ও জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ- কে পত্র মারফত অনুরোধ করা হয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে ২৯ মার্চ, ২০২৩ তারিখ বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ এর পরিচালক কে Land Use Plan এ মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টার অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে পত্র প্রেরণ করেছেন।	(খ) Land Use Plan এ মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টার অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ এর পরিচালক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	(১) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়; (২) বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ; (৩) পরিচালক, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ;
	(গ) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়, বরিশাল এর মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণের বিষয়ে পূর্বের স্থানের পরিবর্তে দ্রুত বিকল্প জায়গার ব্যবস্থা করার জন্য ১৪ মার্চ, ২০২৩ তারিখ বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল ও জেলা প্রশাসক, বরিশাল-কে পত্র মারফত অনুরোধ করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিভাগীয় কার্যালয়, বরিশাল এর পরিচালক উল্লেখ করেছেন যে, বরিশাল সদর উপজেলাধীন জে.এল ২৯ নম্বর ডেফুলিয়া মৌজার এসএ ১ নং খাস খতিয়ানভূক্ত ১.০০ (এক) একর খাস জমি পরিদর্শন করা হয়েছে। উক্ত জমি বিভাগীয় কার্যালয়, বরিশাল হতে ৩.৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। তবে জায়গাটির গুরুত্ব একসময়	(গ) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়, বরিশাল এর মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণের বিষয়ে বরিশাল সদর উপজেলাধীন জে.এল ২৯ নম্বর ডেফুলিয়া মৌজার এসএ ১ নং খাস খতিয়ানভূক্ত ১.০০ (এক) একর খাস জমি প্রতীকী মূল্যে বন্দোবস্ত প্রদানের অনুরোধ	(১) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়; (২) বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল; (৩) পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, বরিশাল; (৪) জেলা প্রশাসক, বরিশাল।

	অনেক বৃদ্ধি পাবে মর্মে তিনি উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও শহরের মধ্যে মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণের বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল এর সাথে আলোচনা হয়েছে। উপযুক্ত খাস কিংবা ভিপি জমি খুজে এক সপ্তাহের মধ্যে অবহিত করা হবে মর্মে সহকারী কমিশনার (ভূমি), বরিশাল সদর জানিয়েছেন।	করে জেলা প্রশাসক, বরিশালকে অনরোধ করে পত্র প্রেরণ করতে হবে। একইসাথে শহরের মধ্যে খাস কিংবা ভিপি জমি জরুরিভিত্তিতে বরাদ্দ প্রদানের বিষয়ে অনুরোধ করে জেলা প্রশাসক, বরিশালকে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	
২.৫	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনায় অবস্থিত কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ প্রকল্প: বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনায় অবস্থিত কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, খুলনা শীর্ষক প্রকল্প ২টি বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ১৫ মার্চ, ২০২৩ তারিখ বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা-কে পত্র মারফত অনুরোধ করা হয়েছে। পরবর্তীতে একই বিষয়ে ২৭ মার্চ, ২০২৩ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়েও পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা ০৩ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখ বোর্ডের খুলনাস্থ কমিউনিটি সেন্টার প্রকল্প এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার খুলনায় স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়ে সভা করেছেন। অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী খুলনা বিভাগীয় শহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার নির্মাণ প্রকল্পটি নিঃসন্দেহে সময় উপযোগী গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত যা আগামী প্রজন্মের জ্ঞান বিজ্ঞান বিকশিত করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। প্রকল্পটি প্রস্তাবিত স্থানে বাস্তবায়িত হলে দর্শনার্থীদের ভীড় ও তাদের গাড়ি পার্কিং এর কারণে যানজটের সৃষ্টি হবে এবং আবাসিক এলাকার স্বাভাবিক কার্যক্রম বিঘ্ন ঘটবে। নভোথিয়েটারের মতো দর্শনীয় ও নান্দনিক স্থাপনার জন্য খোলামেলা জায়গা প্রয়োজন। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার নির্মাণ প্রকল্পটি দর্শনীয়, দৃষ্টিনন্দন ও সহজে দৃষ্টি গোচরীভূত করার ক্ষেত্রে খুলনা জিরো পয়েন্ট বাইপাস এলাকায় বাস্তবায়ন করা যেতে পারে মর্মে সুপারিশ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনার পরিচালক এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে স্থাপত্য নকশা, ডিজাইন এবং ব্যয় প্রাক্কলন সম্পন্ন করে তা প্রধান কার্যালয়, ঢাকায় প্রেরণ করা হবে।	বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনার পরিচালক এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে স্থাপত্য নকশা, ডিজাইন এবং ব্যয় প্রাক্কলন সম্পন্ন করে তা প্রধান কার্যালয়, ঢাকায় প্রেরণ করতে হবে।	(১) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়; (২) বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা; (৩) পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনা।
২.৬	বান্দরবান জেলা শহরে কল্যাণ বোর্ডের ১.০০ (এক) একর জমিতে রেস্টহাউস কাম রিসোর্ট নির্মাণ: বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মালিকানাধীন বান্দরবান জেলার সদর উপজেলাধীন বান্দরবান মৌজার দাগ নম্বর-১৮৬৯ ও ১৮৭০ দাগে ১.০০ (এক) একর ভূমির সীমানা চিহ্নিতকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ জন্য বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম কর্তৃক ১৫ মার্চ, ২০২৩ তারিখ বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম কে পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ করা হয়। একই বিষয়ে ২১ মার্চ, ২০২৩ তারিখ প্রধান কার্যালয়, ঢাকা হতে জেলা প্রশাসক, বান্দারবান- কে পত্র মারফত অনুরোধ	জেলা প্রশাসক, বান্দরবান সীমানা চিহ্নিতকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	(১) বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম; (২) পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম; (৩) জেলা প্রশাসক, বান্দরবান।

	করা হয়েছে। অন্যদিকে, বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম এর কার্যালয় হতে বান্দরবান জেলা শহরে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ১.০০ (এক) একর জমিতে রেস্ট হাউজ কাম রিসোর্ট নির্মাণের নিমিত্ত সীমানা চিহ্নিতকরণসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করে জেলা প্রশাসক, বান্দরবান কে ১১ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম এর সাথে এ বিষয়ে পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করেছেন।		
২.৭	পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটায় রেস্টহাউস কাম রিসোর্ট নির্মাণের জন্য ভূমি বরাদ্দের ব্যবস্থা: জেলা প্রশাসন, পটুয়াখালী হতে কুয়াকাটায় রেস্টহাউস কাম রিসোর্ট নির্মানের বিষয়ে ভূমি বরাদ্দের প্রস্তাব ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করা হলে জনাব হাসিনা ইসলাম, উপসচিব জানান যে, উক্ত জমিতে পটুয়াখালী যুগ্ম জেলা জজ ১ম আদালতে ২১৬/২০২১ এবং কলাপাড়া সিনিয়র জজ আদালতে ১৮৫/২০২২ এবং ১১৬/২০২১ নং দেওয়ানি মামলা চলমান রয়েছে। কোন জমিতে মামলা চলমান থাকলে বরাদ্দ প্রদান করা যায় না মর্মে জানানো হয়েছে।	পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটার জমির মামলা নিষ্পত্তির জন্য মামলার সার্টিফাইড কপি সংগ্রহ করে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, বরিশাল।
২.৮	সরকারি কর্মচারীদের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন (প্রতিবন্ধী) সন্তানদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন: সরকারি কর্মচারীদের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন (প্রতিবন্ধী) সন্তানদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য জেলা প্রশাসক, গাজীপুর এর নিকট হতে পানিসাইল মৌজার ৩.৭০২৫ একর ভূমি বন্দোবস্ত পাওয়ায় জমির নামজারি ও জমাভাগ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত ভূমিতে ০৪ (চার) টি খুঁটি দিয়ে Demarcation করা হয়েছে। ২০ মার্চ, ২০২৩ তারিখে সাইনবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। কাঁটাতারের বেড়া ও ভূমি উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দের নিমিত্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া উক্ত কাজ ও সম্ভাব্যতা সমীক্ষার কার্যপরিধি নির্ধারণের জন্য ১৬ মার্চ, ২০২৩ তারিখ অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এবং অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা, গবেষণা ও উন্নয়ন) কে সভাপতি করে ০২ (দুই) টি কমিটি ইতোমধ্যে গঠন করা হয়েছে। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) কে সভাপতি করে গঠিত কমিটি ১৩ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখ সভা করেছেন।	অর্থ বিভাগ হতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ পাওয়া গেলে প্রস্তাবিত কাজ সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড; (২) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
২.৯	মতিঝিলস্থ মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টার ও পার্শ্ববর্তী জরাজীর্ণ ভবনের স্থলে বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ: বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মতিঝিলস্থ মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টার ও পার্শ্ববর্তী জরাজীর্ণ ভবনের ভূমিতে ১০তলা বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের স্থাপত্য নকশা নীতিগত অনুমোদনের জন্য ১৬ মার্চ, ২০২৩ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা	১৮ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিতে অনুষ্ঠেয় পর্যালোচনা সভার গৃহীতব্য	(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড; (২) অতিরিক্ত সচিব

	হয়েছে। ১৮ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়ন সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে।	সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	(প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
২.১০	চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডে প্রবীণ নিবাস (বৃদ্ধাশ্রম) ও সরকারি কর্মচারীর সন্তানদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আবাসিক সুবিধা সম্বলিত মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণের নীতিগত অনুমোদন প্রদান: চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলাধীন জঞ্জাল সলিমপুর মৌজায় নূন্যতম ২০ (বিশ) একর সরকারি জমি প্রতীকী মূল্যে বরাদ্দ পাওয়া গেলে ১০ (দশ) একর জায়গায় প্রবীণ নিবাস (বৃদ্ধাশ্রম) নির্মাণসহ অবশিষ্ট ১০ (দশ) একর জায়গায় সরকারি কর্মচারীগণের সন্তানদের আবাসিক সুবিধা সম্বলিত মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমি বরাদ্দের জন্য ২৮ মার্চ, ২০২৩ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলাধীন জঞ্জাল সলিমপুর মৌজায় নূন্যতম ২০ (বিশ) একর সরকারি জমি প্রতীকী মূল্যে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদানের বিষয়ে জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	(১) বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম; (২) পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম; (৩) জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম।
২.১১	কল্যাণ তহবিলের মাসিক চাঁদা ও যৌথবীমার প্রিমিয়াম বৃদ্ধি: সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মূলবেতনের ১% হারে কল্যাণ তহবিলের চাঁদা এবং প্রজাতন্ত্রের অসামরিক কাজে নিয়োজিত ১-২০ গ্রেডের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর মূলবেতনের ০.৭০% হারে যৌথবীমা প্রিমিয়াম সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময় হতে কর্তনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৩০ মার্চ, ২০২৩ তারিখের ০৫.৮১.০০০০.০০৭.০৬.০০১.২২.১৩২ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সুবিধাজনক সময়ে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড; (২) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
২.১২	বোর্ডের অনুদান বৃদ্ধি: বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের আলোকে সরকারি কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের অনুকূলে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে প্রদত্ত অনুদানের পরিমাণ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময় হতে বৃদ্ধির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৩০ মার্চ, ২০২৩ তারিখের ০৫.৮১.০০০০.০০৭.০৬.০০১.২২.১৩১ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সুবিধাজনক সময়ে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড; (২) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
২.১৩	সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের সন্তানদের জন্য মেধাবৃত্তি প্রদান: বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের আলোকে চলমান শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের পাশাপাশি সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর মেধাবী সন্তানদের মেধাবৃত্তি প্রদানের বিষয়ে "সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর মেধাবী সন্তানদের মেধাবৃত্তি প্রদান সংক্রান্ত নির্দেশিকা-২০২৩" প্রণয়ন করে তা অনুমোদনের জন্য ০২ এপ্রিল ২০২৩ তারিখের ০৫.৮১.০০০০.০০৭.১৮.০০৩.২২(অংশ-১).১৩৫ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে "সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর মেধাবী সন্তানদের মেধাবৃত্তি প্রদান সংক্রান্ত নির্দেশিকা-২০২৩" অনুমোদিত হলে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড; (২) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
২.১৪	কর্মচারীর বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন সন্তানদের আজীবন কল্যাণভাতা প্রদান: বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের আলোকে সরকারি কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের অটিজম ও শারীরিকভাবে কাজ করতে সম্পূর্ণ অক্ষম সন্তানদেরকে এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদানের	পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রতিবেদন এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সমাজসেবা অধিদপ্তর হতে	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

	বিষয়ে "বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন (প্রতিবন্ধী) সন্তানদের এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান বিষয়ক নির্দেশিকা-২০২৩" এর খসড়া প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও সমাজসেবা অধিদপ্তর হতে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন (প্রতিবন্ধী) সন্তানদের তথ্য চাওয়া হয়েছে। পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রতিবেদন এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সমাজসেবা অধিদপ্তর হতে সুবর্ণকার্ডধারী প্রতিবন্ধী সন্তানদের তথ্য পাওয়ার পর এ বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হবে।	সুবর্ণকার্ডধারী প্রতিবন্ধী সন্তানদের তথ্য পাওয়ার পর "বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন (প্রতিবন্ধী) সন্তানদের এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান বিষয়ক নির্দেশিকা-২০২৩" এর খসড়া প্রণয়ন করে তা অনুমোদনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	
২.১৫	বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে সীমিত আকারে স্বাস্থ্য সেবা চালুকরণ: বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ঢাকা বিভাগ ব্যতীত ০৭ (সাত) টি বিভাগ এবং ০৮ (আট) টি জেলায় পাইলটিং ভিত্তিতে সপ্তাহে ০৫ দিন স্বাস্থ্যসেবা চালুর লক্ষ্যে "চিকিৎসক নিয়োগ নির্দেশিকা-২০২৩" এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত খসড়া নির্দেশিকা অনুমোদনের জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ০২ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখের ০৫.৮১.০০০০.০০৭.৯৯.০০৮.২৩.১৩৬ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	৩৫ তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত- ১ ও ২ এর উভয়ক্ষেত্রে পাইলট কর্মসূচি হিসেবে সময়সীমা ০৬ (ছয়) মাস সংশোধন করে ১ (এক) বছর করতে হবে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে "চিকিৎসক নিয়োগ নির্দেশিকা-২০২৩" অনুমোদিত হলে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড; (২) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়: (৩) সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিভাগীয় কমিশনারবৃন্দ: (৪) সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসকবৃন্দ।
২.১৬	সরকারি কর্মচারীদের জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান প্রদানে স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী)-কে অন্তর্ভুক্তকরণ: (১) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ এর ধারা ৬ (ঝ) সংশোধনের প্রস্তাব ৩৬তম বোর্ড সভার কার্যপত্রের আলোচ্যসূচি- ৩ এ উপস্থাপন করা হয়েছে। (২) ০৭ ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখ অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৯ম সভার আলোচ্যসূচি ২ (ট) তে এ সংক্রান্তে গৃহীত সিদ্ধান্ত "জটিল ও ব্যয়বহুল চিকিৎসা সাহায্য বাবদ সর্বোচ্চ ২ (দুই) লাখ টাকা প্রদানের এবং এ সাহায্য কর্মরত কর্মচারীর স্ত্রী/স্বামী এবং নির্ভরশীল ছেলে-মেয়েদের ক্ষেত্রেও দেয়ার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ বিষয়ে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় (বর্তমান জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়) এবং বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডকে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য সভায় পরামর্শ দেয়া হয়" পুনঃবিবেচনার জন্য আইন সংশোধনের প্রয়োজনীতা রয়েছে। আইন সংশোধনের প্রস্তাব ৩৬তম বোর্ড সভার কার্যপত্রের আলোচ্যসূচি- ৩ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ এর ধারা ৬ (ঝ) সংশোধন করে জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান আজীবন প্রদানের ক্ষেত্রে কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পাশাপাশি তাঁদের স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী) এবং নির্ভরশীল ছেলে-মেয়েদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড; (২) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
২.১৭	অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির সহায়তায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্যাথলজিক্যাল ল্যাব সেবা প্রদান: কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী ও তাঁদের	কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি	(১) মহাপরিচালক,

	পরিবারের সদস্যদের ফিজিওথেরাপি ও প্যাথলজিক্যাল ল্যাবসেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের নিমিত্ত খসড়া সমঝোতা স্মারক প্রস্তুত করা হয়েছে। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ০২ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখের ০৫.৮১.০০০০.০১৪.১৪.০১৯.২২.১৩৪ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত সমঝোতা স্মারক অনুমোদনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	কর্মকর্তা/কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের ফিজিওথেরাপি ও প্যাথলজিক্যাল ল্যাবসেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের নিমিত্ত প্রস্তুতকৃত খসড়া সমঝোতা স্মারক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হলে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড; (২) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
২.১৮	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর আইন সংশোধন: বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের আলোকে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন সংশোধনের জন্য ৩৬তম বোর্ড সভার কার্যপত্রের আলোচ্যসূচি- ৩ এ বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ সংশোধনের বিষয়ে প্রণীত খসড়া বিল পরীক্ষান্তে নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয় এবং প্রস্তাবিত খসড়াটি আইনে পরিণত করার লক্ষ্যে পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়	(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড; (২) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
২.১৯	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের একটি নিজস্ব লোগো অনুমোদন: বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পেশাদার নক্সাকার কর্তৃক বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর কার্যক্রমকে প্রতিফলিত করে এমনভাবে একটি স্মার্ট লোগো প্রস্তুতের জন্য ০৯ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখ পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের অনুরোধ করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে ১১ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখ "দৈনিক যুগান্তর" পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশিত হয়েছে।	বিজ্ঞপ্তির শর্তানুসারে পেশাদার নক্সাকারের নিকট হতে স্মার্ট লোগো পাওয়া গেলে তা অনুমোদনের জন্য পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।
২.২০	সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে জীবন বীমা সেবার আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অধীনে একটি বীমা কোম্পানি গঠন: বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের আলোকে একটি স্বতন্ত্র জীবন বীমা কোম্পানি গঠন এবং পরামর্শক নিয়োগ ও পরামর্শকের কার্যপরিধি নির্ধারণে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন জ্ঞাপনের অনুরোধ করে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ১১ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখের ০৫.৮১.০০০০.০০৭.৯৯.০১০.২৩.১০৫ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে	৩৫ তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত- ১ অংশে স্বতন্ত্র বীমা কোম্পানি এর স্থলে স্বতন্ত্র জীবন বীমা কোম্পানি এবং সিদ্ধান্ত- ২ অংশে বীমা কোম্পানি এর স্থলে জীবন বীমা কোম্পানি সংশোধনের প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। একটি স্বতন্ত্র জীবন বীমা কোম্পানি গঠন এবং পরামর্শক নিয়োগ ও পরামর্শকের কার্যপরিধি নির্ধারণে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়া	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

		গেলে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
২.২১	২৪ নভেম্বর, ২০২২ এ অনুষ্ঠিত বোর্ড এর কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক কর্মশালার সিদ্ধান্ত/সুপারিশ অবহিতকরণ: (১) বোর্ড কর্তৃক অবহিত করা হয়েছে। (২) বিভিন্ন জেলার জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসন এর সাথে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ বোর্ডের কার্যক্রম ও প্রাপ্ত সুপারিশ নিয়ে মতবিনিময় সভা করেছেন। (৩) বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট ও রংপুর এবং জেলা প্রশাসক নাটোর, কক্সবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা, মানিকগঞ্জ, নওগাঁ, দিনাজপুর, চুয়াডাঙ্গা ও নীলফামারী এর নিকট হতে মতামত/সুপারিশ পাওয়া গেছে। অন্যান্য বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক এর নিকট হতে মতামত/সুপারিশ পাওয়ার পর তা একত্রিত করে সমন্বিত সুপারিশসমূহ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	সকল বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক এর নিকট হতে মতামত/সুপারিশ পাওয়ার পর তা একত্রিত করে সমন্বিত সুপারিশসমূহ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। যে সকল বিভাগ ও জেলা হতে এখনও পর্যন্ত মতামত/সুপারিশ পাওয়া যায়নি সে সকল বিভাগ ও জেলায় পুনরায় পত্র প্রেরণ করতে হবে।	(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড; (২) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়: (৩) সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিভাগীয় কমিশনারবৃন্দ: (৪) সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসকবৃন্দ।
২.২২	বিবিধ: (ক) আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ০২ (দুই) টি গাড়ি ভাড়া করার বিষয়ে "দৈনিক যুগান্তর" পত্রিকায় ১৬ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখ একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। (খ) (১) আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে বিভাগীয় কর্যালয়, খুলনা ও সিলেটের ০২ টি শূন্য পদে ০২ জন পরিচ্ছন্নতাকর্মী নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। (২) প্রধান কার্যালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোতে পরিচ্ছন্নতাকর্মী পদের সংখ্যা প্রয়োজনানুসারে বৃদ্ধি করে প্রস্তাব প্রস্তত করা হয়েছে। আলোচ্যসূচি- ৪ এর বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।	(ক) গাড়ি ভাড়া করার বিষয়ে বিজ্ঞপ্তির শর্তানুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) (১) আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে বিভাগীয় কর্যালয়, খুলনা ও সিলেটের ০২ টি শূন্য পদে ০২ জন পরিচ্ছন্নতাকর্মী নিয়োগের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। (২) প্রধান কার্যালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোতে পরিচ্ছন্নতাকর্মী পদের সংখ্যা প্রয়োজনানুসারে বৃদ্ধির প্রস্তাব নীতিগত অনুমোদন করা হয়েছে। সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস এর সময় বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	(১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড; (২) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

আলোচ্যসূচি: ০৩। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর আইন সংশোধন:

আলোচনা: বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, ২০০৪ সালের ১ নং আইনের মাধ্যমে সাবেক সরকারি কর্মচারী কল্যাণ অধিদপ্তর ও বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ কে একীভূত করে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড গঠিত হয়। পরবর্তীতে এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (তহবিলসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিধিমালা, ২০০৬ প্রণয়ন করা

হয়। আইন ও বিধিমালার আলোকে বোর্ডের কার্যাবলী সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পাদনের জন্য ২০১৩ সালে একটি প্রবিধানমালা প্রণয়ন করা হয় যা, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৩ নামে অভিহিত। ২০০৪ সালের আইনে কিছুটা পরিবর্তন করে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (সংশোধন) আইন, ২০১৮ প্রণীত হলেও এর মধ্যে আইনের আরো কিছু ধারা ও উপধারা পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংশোধনের প্রয়োজনীতা দেখা দেয়। এরই ধারাবাহিকতায় আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন এর খসড়া প্রস্তুত করে ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখ অনুমোদনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখ যোগদান করায় তিনি বিদ্যমান আইন সংশোধনের প্রস্তাবের বিষয়ে সম্যক অবগত নন বিধায় বিদ্যমান আইন সংশোধনের খসড়া প্রস্তাবটি বর্তমান মহাপরিচালকের অবলোকন ও অনুমোদন প্রয়োজন বিধায় এ বিষয়ে তাঁর মতামত প্রদানের জন্য ০৬ অক্টোবর, ২০২২ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ফেরত পাঠানো হয়। উল্লেখ্য, আইনের খসড়া সংশোধন প্রস্তুত ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণের ক্ষেত্রে বোর্ড সভা করে বোর্ডের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়নি। ফলে আইন সংশোধনের বিষয়টি ৩৫ তম বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হলে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

"বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক গঠিত সংশ্লিষ্ট কমিটি পুনঃপরীক্ষা করে আইনের একটি খসড়া তৈরী করবে। উক্ত আইনের খসড়া জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের লক্ষে পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপন করতে হবে"।

উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে বাস্তবতায় নিরিখে আইনের বেশ কিছু ধারা উপ-ধারা সংযোজন/বিয়োজন ও সংশোধন করা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত আইনের সংশোধন সভায় নীতিগতভাবে অনুমোদন করা যেতে পারে।

প্রস্তুতকৃত আইনের সংশোধন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সভায় উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর মহাপরিচালক পদে সরকারের সচিব কর্মরত আছেন। কজেই বোর্ড গঠনের ক্ষেত্রে মহাপরিচালককে সদস্য-সচিব হিসেবে না রেখে কো-চেয়ারম্যান হিসেবে রাখা যেতে পারে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড সম্পর্কিত দাপ্তরিক কার্যক্রম জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (সচিবালয় ও কল্যাণ) এর ওপর ন্যস্ত, কাজেই তাঁকে বোর্ডের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর অতিরিক্ত মহাপরিচালক কে সদস্য-সচিব করা যেতে পারে। অন্যদিকে, আইনের ধারা ৬ (ঝ) সংশোধন করে জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান আজীবন প্রদানের ক্ষেত্রে কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পাশাপাশি তাঁদের স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী) এবং নির্ভরশীল ছেলে-মেয়েদের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে মর্মে তিনি মত প্রকাশ করেন। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এর প্রস্তাবে উপস্থিত সকল সদস্য একমত পোষণ করেন। এছাড়া আইনের অন্যান্য ধারা ও উপধারায় যে সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজন করা হয়েছে এবং নতুন যে সকল ধারা ও উপধারা যোগ করা হয়েছে সে বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করা হয় এবং সকল সদস্য সংশ্লিষ্ট সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজন এবং নতুন ধারা ও উপধারা যোগের বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত: বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ সংশোধনের বিষয়ে প্রণীত খসড়া পরীক্ষান্তে নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়। প্রস্তাবিত খসড়াটি আইনে পরিণত করার লক্ষ্যে পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়ন: (১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।
(২) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

০৪। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস:

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। ১৯৫২ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার স্টাফ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন নামে একটি সংস্থা গঠন করে। পরবর্তীতে ১৯৬২ সালে তৎকালীন প্রাদেশিক সরকারও কর্তৃক অনুরূপ একটি সংস্থা গঠন করা হয়। মূলত: ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সরকার কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কল্যাণ কার্যক্রমকে একীভূত করে সাবেক সংস্থাপন বিভাগের অধীনে কর্মচারী কল্যাণ সংস্থা গঠন করে। ১৯৭৯ সালে উক্ত সংস্থাকে সরকারি কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তরে রূপান্তর করা হয়, যা ১৯৯৮ সালে সরকারি কর্মচারী কল্যাণ অধিদপ্তরে উন্নীত হয়। উল্লেখ্য, ১৯৮২ সালের ৩৯ নং অধ্যাদেশ এর মাধ্যমে বোর্ড অব ট্রাস্টিজ (কল্যাণ ও যৌথবীমা তহবিল) গঠন করা হয়। ২০০৪ সালের ১ নং আইনের মাধ্যমে সাবেক সরকারি কর্মচারী কল্যাণ অধিদপ্তর ও বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ কে একীভূত করে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড গঠিত হয়। বাংলাদেশ বর্মচারী কল্যাণ বোর্ড ২৯ জানুয়ারি, ২০০৪ তারিখ হতে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং মহাপরিচালক (সরকারের সচিব) বোর্ডের প্রশাসনিক প্রধান। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর ০৩ (তিন) টি তহবিল রয়েছে: বোর্ড তহবিল, কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা তহবিল।

বোর্ডের রূপকল্প (Vision): প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের সেবাপ্রদানের লক্ষ্যে বোর্ডকে একটি দক্ষ, যুগোপযোগী ও তথ্য-প্রযুক্তিসমৃদ্ধ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা।

বোর্ডের অভিলক্ষ্য (Mission): বিভিন্ন সেবা প্রদানের মাধ্যমে প্রজাতন্ত্রের অসামরিক কাজে নিয়োজিত বোর্ডের অধিক্ষেত্রের সকল কর্মচারী এবং তাঁদের পরিবারবর্গের কল্যাণ সাধনে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।

বোর্ডের সেবাগ্রহীতা:

সরকারি ও তালিকাভুক্ত স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কর্মরত/অক্ষম/ অবসরপ্রাপ্ত/মৃত কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যগণ।

কর্মরত অসামরিক	প্রায় ১১ লাখ ৬৭ হাজার
অবসরপ্রাপ্ত	প্রায় ৬ লাখ ৭০ হাজার
স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা (১৯টি)	প্রায় ৭ হাজার
মোট	প্রায় ১৮.৪৪ লাখ এবং তাঁদের পরিবারবর্গসহ প্রায় ১ কোটি

বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো ইতিহাস ও বর্তমান অনুমোদিত জনবল:

২৯ জানুয়ারি, ২০০৪ তারিখ সাবেক সরকারি কর্মচারী কল্যাণ অধিদপ্তর এর ১১৩ টি এবং বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ এর ৬০ টিসহ মোট ১৭৩ টি পদের অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো নিয়ে সরকারের যুগ্মসচিব পদমর্যাদার ০১ জন মহাপরিচালক বোর্ডের প্রধান হিসেবে কার্যক্রম শুরু করেন। ২৯ জানুয়ারি, ২০০৪ তারিখ হতে ২৩ আগস্ট, ২০০৬ তারিখ পর্যন্ত সরকারের যুগ্মসচিবগণ প্রেষণে মহাপরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। উক্ত সময়ে বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোতে নতুন কোন পদের সৃষ্টি হয়নি।

২৩ আগস্ট, ২০০৬ তারিখ সরকারের ০১ জন অতিরিক্ত সচিব কে মহাপরিচালক হিসেবে বোর্ডে প্রেষণে পদায়ন করা হয়। নতুন মহাপরিচালক ১৭৩ জন অনুমোদিত জনবল কাঠামো নিয়ে বোর্ডের কার্যক্রম শুরু করেন। ২৩ আগস্ট, ২০০৬ তারিখ হতে ২২ আগস্ট, ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত দীর্ঘ ০৭ (সাত) বছর জনবল কাঠামোতে কোন পরিবর্তন করা হয়নি। পরবর্তীতে ২২ আগস্ট, ২০১৩ তারিখ ৭টি; ২০ আগস্ট, ২০১৪ তারিখ ২৫ টি এবং ১৪ জুন ২০১৬ তারিখ ১৮ টিসহ মোট ৫০ টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়। ফলে সংগঠনিক কাঠামোতে অনুমোদিত মোট পদের সংখ্যা দাড়ায় (১৭৩+৫০)=২২৩টি। ২৩ আগস্ট, ২০০৬ তারিখ হতে ৩১ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত সরকারের অতিরিক্ত সচিবগণ প্রেষণে মহাপরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

০১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখ সরকারের ০১ জন অতিরিক্ত সচিব কে ভারপ্রাপ্ত সচিব হিসেবে দায়িত্ব প্রদানপূর্বক বোর্ডের মহাপরিচালক হিসেবে প্রেষণে পদায়ন করা হয়। ২০১৮ সালে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর মহাপরিচালক পদকে গ্রেড-১ ভূক্ত করে সরকারের সচিব কে প্রেষণে পদায়ন করেন। সরকারের সচিব হিসেবে নতুন মহাপরিচালক ২২৩ জন অনুমোদিত জনবল কাঠামো নিয়ে বোর্ডের কার্যক্রম শুরু করেন। সর্বশেষ ৪ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখ বোর্ডের ০১ টি অতিরিক্ত মহাপরিচালক ও ০৮ টি বিভাগে ০৮টি পরিচালকের পদসহ নতুন ৬৮টি নতুন পদ সৃজিত হয়। অন্যদিকে বোর্ডের পূর্বের সাংগঠনিক কাঠামো হতে ০৪ (চার) ক্যাটাগরির ২১টি পদ বিলুপ্ত করা হয়। ফলে বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোতে অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা দাড়ায় [(২২৩+৬৮)-২১]=২৭০টি। অর্থাৎ বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোতে বর্তমানে অনুমোদিত মোট জনবলের সংখ্যা ২৭০টি। ৪ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখ হতে ১৬ এপ্রিল, ২০২৩ পর্যন্ত বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোতে নতুন কোন পদের সৃষ্টি হয়নি।

একনজরে বোর্ডের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়:

মহাপরিচালক এর পদবি	সময়কাল	অনুমোদিত জনবল	বাজেট বরাদ্দ	ব্যয়ের পরিমাণ	প্রতিবছরের গড় ব্যয়ের পরিমাণ	উপকারভোগী (গড়)
যুগ্মসচিব	২৯/০১/২০০৪ - ২৩/০৮/২০০৬ ০৩ বছর	১৭৩ জন	৩১১,৪১,৯০,৫৩২	২৯৪,৬৩,৬৯,৭২৯	৯৮,২১,২৩,২৪৩	৩,৬৫,৮১০ (১,২১,৯৩৭)
অতিরিক্ত সচিব	২৩/০৮/২০০৬ - ৩০/০১/২০১৭ ১০ বছর	২২৩ জন	১৪০৫,৭৭,২৪,৬৭৯	১২৬৪,৬০,৩৫,০৬৫	১২৬,৪৬,০৩,৫০৬	১২,১৬,৮৩৫ (১,২১,৬৮৩)
সরকারের সচিব	০১/০২/২০১৭ - ৩০/০৬/২০২২ ৫ বছর	২৭০ জন	১১০৪,১৩,৫০,৭৬৬	৯৫২,১৪,৪৯,৩১৪	১৯০,৪২,৮৯,৮৬২	৭,৮১,৩৬৭ (১,৫৬,২৭৩)

বোর্ডের প্রধান সেবাসমূহ:

১. মাসিক কল্যাণ অনুদান;

২. যৌথবীমার এককালীন অনুদান ;

৩. দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুদান (কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুজনিত);

৪. দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুদান (অক্ষম/অবসরপ্রাপ্ত অবস্থায় মৃত্যুজনিত);

৫. জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান;

৬. সাধারণ চিকিৎসা অনুদান;

৭. শিক্ষাবৃত্তি (১৩-২০ গ্রেড);
৮. শিক্ষাবৃত্তি (সকল গ্রেডের অক্ষম/অবসরপ্রাপ্ত/মৃত);
৯. অফিসে যাতায়াতের জন্য পরিবহন (স্টাফবাস) সুবিধা;
১০. মহিলাদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ;
১১. ক্লাব/কমিউনিটি সেন্টারের বার্ষিক অনুদান;
১২. বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান।

<u>সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস এর কারণ:</u>

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যে পরিমাণ জনবল প্রয়োজন পূর্বে হতে বোর্ডে সে পরিমাণ জনবল নেই। বোর্ডের কার্যক্রম অনলাইনে সম্পাদনসহ অনুদানের অর্থ সেবাগ্রহীতাদের অনুকূলে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে EFT এর মাধ্যমে প্রেরণ করা হচ্ছে। অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে অধিকতর স্বচ্ছতা এবং দ্রুততম সময়ে মধ্যে আবেদন নিষ্পত্তি হওয়ায় পূর্বের তলনায় আবেদনের সংখ্যা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দিন দিন আবেদনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে প্রতিমাসে ২,৫০০ থেকে ৩,০০০ টি সাধারণ চিকিৎসা আবেদন এবং ২০০ টি জটিল রোগের আবেদন পাওয়া যায়। উক্ত আবেদনগুলো নিষ্পত্তি করতে যে পরিমাণ জনবল প্রয়োজন তা বোর্ডে নেই। প্রতিমাসের আবেদন প্রতিমাসে নিষ্পত্তির বিষয়ে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে উল্লেখ রয়েছে। আবেদনগুলো পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে প্রতিমাসে নিষ্পত্তি করতে অফিস সময়ের বাইরে নির্দিষ্ট কিছু লোককে প্রায়শঃ কাজ করতে হয়। এতে অনেকক্ষেত্রে আবেদনের সঠিকতা নিরুপন করা সম্ভব হয়না। আবেদনপত্র সঠিকভাবে যাচাই-বাছাই করে দ্রুত অনুদান প্রদানের জন্য জনবল কাঠামো পুনর্বিন্যাস করা প্রয়োজন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর আজীবন সংগ্রামের লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশকে একটি কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করা। সে লক্ষ্যে সরকারি কর্মচারীগণ এ কল্যাণ রাষ্ট্রের নির্মাণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। **"জনসেবায় জনসেবক। আর জনসেবকদের কল্যাণে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড"।** বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড জনসেবকদের জন্য অধিকতর কল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারলে জনসেবকগণ জনগণের কল্যাণে নিজেদেরকে আরো বেশী নিয়োজিত করতে পারবে। আর এতে দেশের জনগণ খুব সহজে তাদের কাঙ্খিত সেবা পাবেন। ফলে দেশ দ্রুত কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে পরিণত হবে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড বেশ কিছু কর্মসূচি ইতোমধ্যে গ্রহণ করেছে এবং এ রকম আরো অনেক কর্মসূচি গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। বোর্ড কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য কর্মসূচিগুলোর মধ্যে রয়েছে (১) ঢাকার দিলকুশায় বোর্ডের নিজস্ব **৪ বিঘা ৫ কাঠা ৬ ছটাক (১৪০.৮৫ শতাংশ/৮৫ কাঠা)** ভূমিতে ১২তলা বিশিষ্ট ২টি ভবন নির্মাণ। **<u>১১ আগস্ট, ১৯৭৫ তারিখ</u>** বোর্ড সংশ্লিষ্ট জায়গার মালিকানা লাভ করে; (২) চট্টগ্রাম এর আগ্রাবাদে বোর্ডের **৯৭ শতাংশ** ভূমিতে বহুতল বাণিজ্যিক ভবন কাম শপিং কমপ্লেক্স নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ। **<u>১৯৮৪ সালে</u>** বোর্ড সংশ্লিষ্ট জায়গার মালিকানা লাভ করে; (৩) মতিঝিলে বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন পুরাতন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারের স্থানে **২৪ কাঠা** ভূমিতে ২টি বেইজমেন্টসহ ১০তলা ভবন নির্মাণ। **<u>১৯৬৯ সালে</u>** বোর্ড সংশ্লিষ্ট জায়গার মালিকানা লাভ করে; (৪) বোর্ডের খুলনাস্থ কমিউনিটি সেন্টারটি দীর্ঘদিনের পুরাতন ভবনের স্থানে **৯৪ শতাংশ** ভূমিতে ১০তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ উদ্যোগ। **<u>১৯৮১ সালে</u>** বোর্ড সংশ্লিষ্ট জায়গার মালিকানা লাভ করে; (৫) সরকারি কর্মচারীদের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন (প্রতিবন্ধী) সন্তানদের জন্য গাজীপুর সদর উপজেলাধীন পানিসাইল মৌজার **৩.৭০২৫ একর** সরকারি খাস জমিতে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ; (৬) পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটায় সমুদ্র তীরবর্তী সরকারি **০.৬৯ একর** ভূমি বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে রেস্ট হাউজ কাম রিসোর্ট নির্মাণ; (৭) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মালিকানাধীন বান্দরবান জেলার সদর উপজেলাধীন বান্দরবান মৌজায় **১.০০ একর** ভূমিতে পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ। **<u>০১ জুলাই, ১৯৮৪ সালে</u>** বোর্ড সংশ্লিষ্ট জায়গার মালিকনা লাভ করে এবং (৮) সিলেট জেলার হবিনন্দী মৌজায় **০.২৮০৪ শতাংশ** ভূমি পাওয়া গেছে। উক্ত ভূমিতে মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

উপোরোক্ত বর্ণনামতে দেখা যায় ১৯৭৫ সালে মতিঝিলের দিলকুশা নামক স্থানে সরকার কর্তৃক ৪ বিঘা ৫ কাঠা ৬ ছটাক (১৪০.৮৫ শতাংশ/৮৫ কাঠা) ভূমি পাওয়া গেলেও প্রয়োজনীয় জনবলের অভাবে উক্ত স্থানে এখন পর্যন্ত নিজস্ব ভবন প্রস্তুত করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া ১৯৮১ সালে রাজশাহীতে এবং ১৯৮৪ সালে চট্টগ্রাম, খুলনা ও বান্দরবানে বোর্ডের অনুকূলে নিজস্ব ভূমি বরাদ্দ করা হলেও প্রয়োজনীয় জনবলের অভাবে উক্ত ভুমিগুলোকে ব্যবহার উপযোগী করা সম্ভব হচ্ছে না। নতুন জনবল সৃষ্টি হলে উক্ত ভূমিগুলোতে আয়বর্ধক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। এতে বোর্ডের আয় বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে এবং বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক বর্তমানে যে সকল সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে তা আরো বিস্তৃত করা সম্ভব হবে। অন্যদিকে, বোর্ডের নিজস্ব আয় বৃদ্ধি পেলে সরকারের অনুদানের উপর চাপ কম পড়বে। এতে সরকারি অর্থেরও সাশ্রয় হবে।

অন্যদিকে, বোর্ডের কার্যক্রমে নতুনত্ব সৃষ্টি করে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের অধিকতর কল্যাণ সাধনের জন্য আরো কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে সে বিষয়ে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা এবং প্রধান কার্যালয়, ঢাকা সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়ে বিভিন্ন সময় কর্মশালার আয়োজন করে। অন্যান্য বিভাগ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় শহরে কর্মরত বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে মতবিনিময় সভা করে। কর্মশালা ও মতবিনিময় সভায় নতুন নতুন অনেক কর্মসূচিসহ নানাবিধ স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ/প্রস্তাবনা পাওয়া যায়। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নসহ কর্মশালায় প্রাপ্ত

সুপারিশ/প্রস্তাবনা বাস্তবায়নের জন্য যে ধরনের এবং যে পরিমাণ জনবল প্রয়োজন তা বোর্ডের বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত নেই। প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নসহ কর্মশালা হতে প্রাপ্ত সুপারিশ/প্রস্তাবনা বাস্তবায়নের জন্য নতুন জনবল প্রয়োজন। এছাড়া বোর্ডের যাবর্ত কার্যক্রম অনলাইনে সম্পাদনসহ তা মেইনটেন্যান্সের জন্যেও তথ্য প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন জনবল প্রয়োজন। সার্বিক বিবেচনায় নিম্নবর্ণিতভাবে জনবল কাঠামো পুনর্বিন্যাস করা যেতে পারে:

ক্রমিক	পদের নাম ও গ্রেড/স্কেল	গ্রেড	বর্তমান অনুমোদিত জনবল			প্রস্তাবিত জনবল			নতুন জনবল (জনবল বৃদ্ধি)		
			প্রধান কার্যালয়	বিভাগীয় কার্যালয়	মোট জনবল	প্রধান কার্যালয়	বিভাগীয় কার্যালয়	মোট জনবল	প্রধান কার্যালয়	বিভাগীয় কার্যালয়	মোট জনবল
১	মহাপরিচালক	গ্রেড-১	১	০	১	১	০	১	০	০	০
২	অতিরিক্ত মহাপরিচালক	গ্রেড-৩	১	০	১	৩	০	৩	২	০	২
৩	পরিচালক	গ্রেড-৫	২	৮	১০	৬	৮	১৪	৪	০	৪
৪	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	গ্রেড-৪	০	০	০	১	০	১	১	০	১
৫	সিরিয়র প্রোগ্রামার/ সিস্টেম এনালিস্ট	গ্রেড-৫	১	০	১	১	০	১	০	০	০
৬	উপপরিচালক	গ্রেড-৬	৩	৮	১১	১২	১৩	২৫	৯	৫	১৪
৭	মহাপরিচালক এর একান্ত সচিব	গ্রেড-৯/ তদুর্ধ	১	০	১	১	০	১	০	০	০
৮	প্রোগ্রামার	গ্রেড-৬	১	০	১	১	৮	৯	০	৮	৮
৯	মেইনটেন্যান্স ইঞ্জি	গ্রেড-৬	০	০	০	১	০	১	১	০	১
১০	সহকারী পরিচালক	গ্রেড-৯	৪	৮	১২	২১	১৬	৩৭	১৭	৮	২৫
১১	গবেষণা কর্মকর্তা	গ্রেড-৯	১	০	১	০	০	০	-১	০	-১
১২	সহ: প্রোগ্রামার	গ্রেড-৯	২	৮	১০	৩	৮	১১	১	০	১
১৩	সহ: মেইনটেন্যান্স ইঞ্জি	গ্রেড-৯	১	০	১	১	০	১	০	০	০
১৪	সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	গ্রেড-৯	০	০	০	১	০	১	১	০	১
১৫	সহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল)	গ্রেড-৯	০	০	০	১	০	১	১	০	১
১৬	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	গ্রেড-৯	২	১	৩	৪	৮	১২	২	৭	৯
১৭	কল্যাণ কর্মকর্তা	গ্রেড-১০	৪	৮	১২	০	০	০	-৪	-৮	-১২
১৮	উপসহকারী পরিচালক	গ্রেড-১০	০	০	০	২১	১৬	৩৭	২১	১৬	৩৭
১৯	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (গ্রেড-২)	গ্রেড-১০	১	৭	৮	০	০	০	-১	-৭	-৮
২০	সহ. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	গ্রেড-১০	২	০	২	৪	৮	১২	২	৮	১০
২১	পরিবহণ কর্মকর্তা	গ্রেড-১০	১	০	১	২	০	২	১	০	১
২২	প্রশাসনিক অফিসার	গ্রেড-১০	২	০	২	০	০	০	-২	০	-২
২৩	উপ. সহকারী প্রকৌশলী (অটোমোবাইল)	গ্রেড-১০	০	০	০	২	০	২	২	০	২
২৪	উপ. সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	গ্রেড-১০	০	০	০	১	০	১	১	০	১
২৫	উপ. সহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল)	গ্রেড-১০	০	০	০	১	০	১	১	০	১
২৬	সহ: প্রশাসনিক অফিসার	গ্রেড-১২	২	০	২	০	০	০	-২	০	-২
২৭	সহ: কল্যাণ কর্মকর্তা	গ্রেড-১২	৪	৮	১২	০	০	০	-৪	-৮	-১২
২৮	সহ: পরিবহন কর্মকর্তা	গ্রেড-১২	০	০	০	২	০	২	২	০	২
২৯	কম্পিউটার অপারেটর	গ্রেড-১৩	৪	৮	১২	১০	৮	১৮	৬	০	৬
৩০	উচ্চমান সহকারী	গ্রেড-১৪	৯	৪	১৩	১১	৮	১৯	২	৪	৬
৩১	হিসাবরক্ষক	গ্রেড-১৩	৩	১৬	১৯	৫	১৬	২১	২	০	২
৩২	অডিটর	গ্রেড-১৩	০	০	০	১	০	১	১	০	১
৩৩	ফটোগ্রাফার	গ্রেড-১৫	০	০	০	১	০	১	১	০	১

ক্রমিক	পদের নাম ও গ্রেড/স্কেল	গ্রেড	বর্তমান অনুমোদিত জনবল			প্রস্তাবিত জনবল			নতুন জনবল (জনবল বৃদ্ধি)		
			প্রধান কার্যালয়	বিভাগীয় কার্যালয়	মোট জনবল	প্রধান কার্যালয়	বিভাগীয় কার্যালয়	মোট জনবল	প্রধান কার্যালয়	বিভাগীয় কার্যালয়	মোট জনবল
৩৪	ক্যাশিয়ার	গ্রেড-১৪	১	০	১	২	০	২	১	০	১
৩৫	ডাটা এন্ট্রি/ কন্ট্রোল অপারেটর	গ্রেড-১৬	১	৮	৯	৮	৮	১৬	৭	০	৭
৩৬	অফিস সহ: কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	গ্রেড-১৬	১৯	১৬	৩৫	৩১	২১	৫২	১২	৫	১৭
৩৭	ব্যক্তিগত সহকারী	গ্রেড-১৬	০	০	০	১১	৮	১৯	১১	৮	১৯
৩৮	গবেষণা সহকারী	গ্রেড-১৬	০	০	০	১	০	১	১	০	১
৩৯	ভান্ডার রক্ষক	গ্রেড-১৬	১	০	১	২	০	২	১	০	১
৪০	ইলেকট্রিশিয়ান	গ্রেড-১৬	০	০	০	১	০	১	১	০	১
৪১	গাড়ীচালক (আউটসোর্সিং)		৩	৮	১১	১৮	১৬	৩৪	১৫	৮	২৩
৪২	ক্যাশ সরকার	গ্রেড-২০	১	০	১	০	০	০	-১	০	-১
৪৩	রেকর্ডকিপার	গ্রেড-২০	০	০	০	১	০	১	১	০	১
৪৪	ডেসপাচ রাইডার	গ্রেড-২০	১	০	১	২	০	২	১	০	১
৪৫	রিসিপসনিষ্ট (আউটসোর্সিং)		০	০	০	২	০	২	২	০	২
৪৬	অফিস সহায়ক (আউটসোর্সিং)		১৫	২৪	৩৯	৫৭	৫৩	১১০	৪২	২৯	৭১
৪৭	নিরাপত্তা প্রহরী (আউটসোর্সিং)		৩	১৬	১৯	৪	১৬	২০	১	০	১
৪৮	পরিচ্ছন্ন কর্মী (আউটসোর্সিং)		১	১৬	১৭	৬	১৬	২২	৫	০	৫
	মোট		৯৮	১৭২	২৭০	**২৬৫**	**২৫৫**	**৫২০**	**১৬৭**	**৮৩**	**২৫০**

উপরিউক্ত জনবলের জন্য অর্থনৈতিক সংশ্লেষ নিম্নরূপ:

ক্রমিক	পদের নাম ও গ্রেড/স্কেল	স্কেল	অর্থনৈতিক সংশ্লেষ						
			পদের প্রারম্ভিক বেতন	মাসিক বেতনের পরিমাণ	বাৎসরিক বেতনের পরিমাণ	বাৎসরিক বাড়ীভাড়া পরিমাণ	বাৎসরিক চিকিৎসা ভাতার পরিমাণ	অন্যান্য ভাতা	মোট
১	মহাপরিচালক	৭৮০০০ নির্ধারিত	৭৮০০০	০	০	০	০	০	০
২	অতিরিক্ত মহাপরিচালক	(৫৬৫০০- ৭৪৪০০)	৫৬৫০০	১১৩০০০	১৩৫৬০০০	৬৭৮০০০	৩৬০০০	০	২০৭০০০০
৩	পরিচালক	(৪৩০০০-৬৯৮৫০)	৪৩০০০	১৭২০০০	২০৬৪০০০	১০৩২০০০	৭২০০০	০	৩১৬৮০০০
৪	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	(৫০০০০-৭১২০০)	৫০০০০	৫০০০০	৬০০০০০	৩০০০০০	১৮০০০	০	৯১৮০০০
৫	সিরিয়র প্রোগ্রামার/ সিস্টেম এনালিস্ট	(৪৩০০০-৬৯৮৫০)	৪৩০০০	০	০	০	০	০	০
৬	উপপরিচালক	(৩৫৫০০-৬৭০১০)	৩৫৫০০	৪৯৭০০০	৫৯৬৪০০০	২৯৮২০০০	২৫২০০০	০	৯১৯৮০০০
৭	মহাপরিচালক এর একান্ত সচিব	(৩৫৫০০-৬৭০১০)	৩৫৫০০	০	০	০	০	০	০
৮	প্রোগ্রামার	(৩৫৫০০-৬৭০১০)	৩৫৫০০	২৮৪০০০	৩৪০৮০০০	১৭০৪০০০	১৪৪০০০	০	৫২৫৬০০০
৯	মেইনটেন্যান্স ইঞ্জি	(৩৫৫০০-৬৭০১০)	৩৫৫০০	৩৫৫০০	৪২৬০০০	২১৩০০০	১৮০০০	০	৬৫৭০০০
১০	সহকারী পরিচালক	(২২০০০-৫৩০৬০)	২২০০০	৫৫০০০০	৬৬০০০০০	৩৬৩০০০০	৪৫০০০০	০	১০৬৮০০০০
১১	গবেষণা কর্মকর্তা	(২২০০০-৫৩০৬০)	২২০০০	-২২০০০	-২৬৪০০০	-১৪৫২০০	-১৮০০০	০	-৪২৭২০০
১২	সহ: প্রোগ্রামার	২২০০০-৫৩০৬০	২২০০০	২২০০০	২৬৪০০০	১৪৫২০০	১৮০০০	০	৪২৭২০০
১৩	সহ: মেইনটেন্যান্স ইঞ্জি	(২২০০০-৫৩০৬০)	২২০০০	০	০	০	০	০	০
১৪	সহকারী প্রকৌশলী	(২২০০০-৫৩০৬০)	২২০০০	২২০০০	২৬৪০০০	১৪৫২০০	১৮০০০	০	৪২৭২০০

ক্রমিক	পদের নাম ও গ্রেড/স্কেল	স্কেল	অর্থনৈতিক সংশ্লেষ						
			পদের প্রারম্ভিক বেতন	মাসিক বেতনের পরিমাণ	বাৎসরিক বেতনের পরিমাণ	বাৎসরিক বাড়ীভাড়া পরিমাণ	বাৎসরিক চিকিৎসা ভাতার পরিমাণ	অন্যান্য ভাতা	মোট
	(সিভিল)								
১৫	সহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল)	(২২০০০-৫৩০৬০)	২২০০০	২২০০০	২৬৪০০০	১৪৫২০০	১৮০০০	০	৪২৭২০০
১৬	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	(২২০০০-৫৩০৬০)	২২০০০	১৯৮০০০	২৩৭৬০০০	১৩০৬৮০০	১৬২০০০	০	৩৮৪৪৮০০
১৭	কল্যাণ কর্মকর্তা	(১৬০০০-৩৮৬৪০)	১৬০০০	-১৯২০০০	-২৩০৪০০০	-১৩৮২৪০০	-২১৬০০০	০	-৩৯০২৪০০
১৮	উপসহকারী পরিচালক	(১৬০০০-৩৮৬৪০)	১৬০০০	৫৯২০০০	৭১০৪০০০	৪২৬২৪০০	৬৬৬০০০	০	১২০৩২৪০০
১৯	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (গ্রেড-২)	(১৬০০০-৩৮৬৪০)	১৬০০০	-১২৮০০০	-১৫৩৬০০০	-৯২১৬০০	-১৪৪০০০	০	-২৬০১৬০০
২০	সহ. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	(১৬০০০-৩৮৬৪০)	১৬০০০	১৬০০০০	১৯২০০০০	১১৫২০০০	১৮০০০০	০	৩২৫২০০০
২১	পরিবহণ কর্মকর্তা	(১৬০০০-৩৮৬৪০)	১৬০০০	১৬০০০	১৯২০০০	১১৫২০০	১৮০০০	০	৩২৫২০০
২২	প্রশাসনিক অফিসার	(১৬০০০-৩৮৬৪০)	১৬০০০	-৩২০০০	-৩৮৪০০০	-২৩০৪০০	-৩৬০০০	০	-৬৫০৪০০
২৩	উপ. সহকারী প্রকৌশলী (অটোমোবাইল)	(১৬০০০-৩৮৬৪০)	১৬০০০	৩২০০০	৩৮৪০০০	২৩০৪০০	৩৬০০০	০	৬৫০৪০০
২৪	উপ. সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	(১৬০০০-৩৮৬৪০)	১৬০০০	১৬০০০	১৯২০০০	১১৫২০০	১৮০০০	০	৩২৫২০০
২৫	উপ. সহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল)	(১৬০০০-৩৮৬৪০)	১৬০০০	১৬০০০	১৯২০০০	১১৫২০০	১৮০০০	০	৩২৫২০০
২৬	সহ: প্রশাসনিক অফিসার	(১১৩০০-২৭৩০০)	১১৩০০	-২২৬০০	-২৭১২০০	-১৬২৭২০	-৩৬০০০	০	-৪৬৯৯২০
২৭	সহ: কল্যাণ কর্মকর্তা	(১১৩০০-২৭৩০০)	১১৩০০	-১৩৫৬০০	-১৬২৭২০০	-৯৭৬৩২০	-২১৬০০০	০	-২৮১৯৫২০
২৮	সহ: পরিবহন কর্মকর্তা	(১১৩০০-২৭৩০০)	১১৩০০	২২৬০০	২৭১২০০	১৬২৭২০	৩৬০০০	০	৪৬৯৯২০
২৯	কম্পিউটার অপারেটর	(১১০০০-২৬৫৯০)	১১০০০	৬৬০০০	৭৯২০০০	৪৭৫২০০	১০৮০০০	৩৬০০০	১৪১১২০০
৩০	উচ্চমান সহকারী	(১০২০০-২৩৪৮০)	১০২০০	৬১২০০	৭৩৪৪০০	৪৪০৬৪০	১০৮০০০	৩৬০০০	১৩১৯০৪০
৩১	হিসাবরক্ষক	(১১০০০-২৬৫৯০)	১১০০০	২২০০০	২৬৪০০০	১৫৮৪০০	৩৬০০০	১২০০০	৪৭০৪০০
৩২	অডিটর	(১১০০০-২৬৫৯০)	১১০০০	১১০০০	১৩২০০০	৭৯২০০	১৮০০০	৬০০০	২৩৫২০০
৩৩	ফটোগ্রাফার	(৯৭০০-২৩৪৯০)	৯৭০০	৯৭০০	১১৬৪০০	৬৯৮৪০	১৮০০০	৬০০০	২১০২৪০
৩৪	ক্যাশিয়ার	(১০২০০-২৪৬৮০)	১০২০০	১০২০০	১২২৪০০	৭৩৪৪০	১৮০০০	৬০০০	২১৯৮৪০
৩৫	ডাটা এন্ট্রি/ কন্ট্রোল অপারেটর	(৯৩০০-২২৪৯০)	৯৩০০	৬৫১০০	৭৮১২০০	৪৬৮৭২০	১২৬০০০	৪২০০০	১৪১৭৯২০
৩৬	অফিস সহ: কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	(৯৩০০-২২৪৯০)	৯৩০০	১৫৮১০০	১৮৯৭২০০	১১৩৮৩২০	৩০৬০০০	১০২০০০	৩৪৪৩৫২০
৩৭	ব্যক্তিগত সহকারী	(৯৩০০-২২৪৯০)	৯৩০০	১৭৬৭০০	২১২০৪০০	১২৭২২৪০	৩৪২০০০	১১৪০০০	৩৮৪৮৬৪০
৩৮	গবেষণা সহকারী	(৯৩০০-২২৪৯০)	৯৩০০	৯৩০০	১১১৬০০	৬৬৯৬০	১৮০০০	৬০০০	২০২৫৬০
৩৯	ভান্ডার রক্ষক	(৯৩০০-২২৪৯০)	৯৩০০	৯৩০০	১১১৬০০	৬৬৯৬০	১৮০০০	৬০০০	২০২৫৬০
৪০	ইলেকট্রিশিয়ান	(৯৩০০-২২৪৯০)	৯৩০০	৯৩০০	১১১৬০০	৬৬৯৬০	১৮০০০	৬০০০	২০২৫৬০
৪১	গাড়ীচালক (আউটসোর্সিং)		১৮৬১০	৪২৮০৩০	৫১৩৬৩৬০	০	০	০	৫১৩৬৩৬০
৪২	ক্যাশ সরকার	(৮২৫০-২০০১০)	৮২৫০	-৮২৫০	-৯৯০০০	-৬৪৩৫০	-১৮০০০	-৬০০০	-১৮৭৩৫০
৪৩	রেকর্ডকীপার	(৮২৫০-২০০১০)	৮২৫০	৮২৫০	৯৯০০০	৬৪৩৫০	১৮০০০	৬০০০	১৮৭৩৫০
৪৪	ডেসপাচ রাইডার	(৮২৫০-২০০১০)	৮২৫০	৮২৫০	৯৯০০০	৬৪৩৫০	১৮০০০	৬০০০	১৮৭৩৫০
৪৫	রিসিপসনিষ্ট		১৬৭১০	৩৩৪২০	৪০১০৪০	০	০	০	৪০১০৪০

ক্রমিক	পদের নাম ও গ্রেড/স্কেল	স্কেল	অর্থনৈতিক সংশ্লেষ						
			পদের প্রারম্ভিক বেতন	মাসিক বেতনের পরিমাণ	বাৎসরিক বেতনের পরিমাণ	বাৎসরিক বাড়ীভাড়া পরিমাণ	বাৎসরিক চিকিৎসা ভাতার পরিমাণ	অন্যান্য ভাতা	মোট
	(আউটসোর্সিং)								
৪৬	অফিস সহায়ক (আউটসোর্সিং)		১৬৭১০	১১৮৬৪১০	১৪২৩৬৯২০	০	০	০	১৪২৩৬৯২০
৪৭	নিরাপত্তা প্রহরী (আউটসোর্সিং)		১৬৭১০	১৬৭১০	২০০৫২০	০	০	০	২০০৫২০
৪৮	পরিচ্ছন্ন কর্মী (আউটসোর্সিং)		১৬৭১০	৮৩৫৫০	১০০২৬০০	০	০	০	১০০২৬০০
মোট				৪৬৫২১৭০	৫৫৮২৬০৪০	১৯০৫৭১১০	২৬৬৪০০০	৩৮৪০০০	৭৭৯৩১১৫০

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মোট বরাদ্দের পরিমাণ ৫৩১,৭৫,০০,০০০/- (পাঁচশত একত্রিশ কোটি পঁচাত্তর লাখ) টাকা মাত্র। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ৩১,০০,০০,০০০/- (একত্রিশ কোটি) টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৫.৮৩%। প্রধান কার্যালয়সহ বিভাগীয় কার্যালয়সমূহে বিভিন্ন ক্যাটাগরির মোট ২৫০ টি নতুন পদ সৃষ্টি হলে এত বছরে আনুমানিক ৭,৭৯,৩১,১৫০/- (সাত কোটি উনাশি লাখ একত্রিশ হাজার একশত পঞ্চাশ) টাকা প্রয়োজন হবে। নতুন পদগুলো সৃষ্টি হলে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় খাতে মোট (৩১,০০,০০,০০০+৭,৭৯,৩১,১৫০)/- =৩৮,৭৯,৩১,১৫০/- (আটত্রিশ কোটি উনাশি লাখ একত্রিশ হাজার একশত পঞ্চাশ) টাকা প্রয়োজন হবে যা, মোট বরাদ্দের ৭.৩০% হবে এবং তা ৮% এর কম। কাজেই পদগুলো সৃষ্টি করা যেতে পারে।

সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস এর যৌক্তিকতা:

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর সাংগঠনিক কাঠামোতে ২৫০ টি নতুন পদ সৃষ্টির যৌক্তিকতা নিম্নরূপ:

(১) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যে পরিমাণ জনবল প্রয়োজন পূর্বে হতে বোর্ডে সে পরিমাণ জনবল নেই। অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে অধিকতর স্বচ্ছতা এবং দ্রুততম সময়ে মধ্যে আবেদন নিষ্পত্তি হওয়ায় পূর্বের তলনায় আবেদনের সংখ্যা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দিন দিন আবেদনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে প্রতিমাসে ২,৫০০ থেকে ৩,০০০ টি সাধারণ চিকিৎসা আবেদন এবং ২০০ টি জটিল রোগের আবেদন পাওয়া যায়। উক্ত আবেদনগুলো নিষ্পত্তি করতে যে পরিমাণ জনবল প্রয়োজন তা বোর্ডে নেই। আবেদনগুলো পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে প্রতিমাসে নিষ্পত্তি করতে অফিস সময়ের বাইরে নির্দিষ্ট কিছু লোককে প্রায়শঃ কাজ করতে হয়। এতে অনেকক্ষেত্রে আবেদনের সঠিকতা নিরুপন করা সম্ভব হয়না। আবেদনপত্র সঠিকভাবে যাচাই-বাছাই করে দ্রুত অনুদান প্রদানের জন্য জনবল কাঠামো পুনর্বিন্যাস করা প্রয়োজন।

(২) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর নিজস্ব ভূমিতে বহুতল বাণিজ্যিক ভবন নির্মানের জন্য যে সকল প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে তা বাস্তবায়নের জন্য বর্তমানে প্রয়োজনীয় জনবল বোর্ডে নেই। ১৯৭৫ সালে মতিঝিলের দিলকুশা নামক স্থানে সরকার কর্তৃক ৪ বিঘা ৫ কাঠা ৬ ছটাক (১৪০.৮৫ শতাংশ/৮৫ কাঠা) ভূমি পাওয়া গেলেও প্রয়োজনীয় জনবলের অভাবে উক্ত স্থানে এখন পর্যন্ত নিজস্ব ভবন প্রস্তুত করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া ১৯৮১ সালে রাজশাহীতে এবং ১৯৮৪ সালে চট্টগ্রাম, খুলনা ও বান্দরবানে বোর্ডের অনুকূলে নিজস্ব ভূমি বরাদ্দ করা হলেও প্রয়োজনীয় জনবলের অভাবে উক্ত ভুমিগুলোকে ব্যবহার উপযোগী করা সম্ভব হচ্ছে না। নতুন জনবল সৃষ্টি হলে উক্ত ভূমিগুলোতে আয়বর্ধক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। এতে বোর্ডের আয় বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে এবং বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক বর্তমানে যে সকল সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে তা আরো বিস্তৃত করা সম্ভব হবে। অন্যদিকে, বোর্ডের নিজস্ব আয় বৃদ্ধি পেলে সরকারের অনুদানের উপর চাপ কম পড়বে। এতে সরকারি অর্থেরও সাশ্রয় হবে।

(৩) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর সাথে সমপর্যায়ের দপ্তর হিসেবে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড এর তুলনা:

ক্ষেত্র	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড	ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড
প্রতিষ্ঠাকাল ও প্রতিষ্ঠানের ধরন	২০০৪ সালের ১ নং আইনের মাধ্যমে সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড গঠিত হয়।	ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০১৮” এর মাধ্যমে “ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড” একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।
প্রতিষ্ঠান প্রধান	মহাপরিচালক যিনি সরকারের সচিব	মহাপরিচালক যিনি সরকারের অতিরিক্ত সচিব
বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামোতে অনুমোদিত জনবল	২৭০ জন	৪৮১ জন
উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ	১) মৃত কর্মচারীর পরিবারকে মাসিক ২,০০০/- টাকা হিসেবে কল্যাণ অনুদান প্রদান। প্রতিমাসে ৩৯,০০০ কার্ডের বিপরীতে এ অনুদান প্রদান করা হয়। অর্থাৎ মাসিক নূন্যতম উপকারভোগীর সংখ্যা ৩৯০০০ জন। ২) কর্মচারীর মৃত্যুতে যৌথবীমার এককালীন অনুদান	১) প্রবাসী কর্মীর প্রতিবন্ধী সন্তানদের মাসিক ভাতা প্রদান। ২) বৈধভাবে বিদেশ গমনকারী মৃত কর্মচারীর

	হিসেবে ২,০০,০০০/- টাকা প্রদান। বছরে আনুমানিক ৪,০০০ জনকে এ সেবা প্রদান করা হয়।	পরিবারকে ৩,০০,০০০/- টাকা প্রদান। মৃতদেহ দেশে আনায়ন ও দাফনে সহায়তা প্রদান। বছরে ১,০[illegible] জনকে মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়।
	৩) কর্মচারীর মৃত্যুজনিত কারনে দাফন/ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুদান বাবদ এককালীন ৩০,০০০/- টাকা প্রদান এবং কর্মচারীর পরিবারের সদস্যদের মৃত্যুজনিত কারনে ১০,০০০/- টাকা প্রদান। বছরে গড়ে ৪,২০০ জনকে এ সেবা প্রদান করা হয়।	৩) বিদেশগামী ও প্রত্যাগত কর্মীদের বিদেশ গমন ও আগমনে সহায়তা। মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন খরচে ৩৫,০০০/- টাকা প্রদান। বছরে গড়ে ৩,৭৮২ জনকে এ সুবিধা প্রদান করা হয়।
	৪) জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান বাবদ এক বা একাধিকবারে ২,০০,০০০/- টাকা প্রদান। বছরে মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ৪,০০০ জন।	৪) প্রবাসে আহত ও অসুস্থ কর্মীদের দেশে ফেরত আনায়ন ও হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করা এবং চিকিৎসার জন্য ১,০০,০০০/- টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান। বছরে মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ২৮৫ জন।
	৫) কর্মচারী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রতি পঞ্জিকাবছরে ৪০,০০০/- টাকা সাধারণ চিকিৎসা অনুদান প্রদান। বছরে মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ২২,০০০ জন।	৫) বিদেশ প্রত্যাগত নারী কর্মীদের রিইন্টিগ্রেশন ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আর্থিক সহায়তা প্রদান। প্রবাসী কর্মীদের গমন ও আগমনকালে সাময়িকভাবে অবস্থানের জন্য বঙ্গবন্ধু ওয়েজ আর্নার্স সেন্টার স্থাপন।
	৬) ১৩-২০ গ্রেডের সরকারি কর্মচারীর অনধিক ০২ সন্তানের প্রত্যেককে বছরে একবার ৩,৫০০/- টাকা হতে ৫,৫০০/- শিক্ষাবৃত্তি প্রদান। বছরে উপকারভোগী মোট ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা ন্যূনতম ৬০,০০০ জন।	৬) প্রবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিতে সহায়তা ও আসন সংরক্ষণ। প্রবাসে বোর্ডের অর্থায়নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনায় আর্থিক সহায়তা। বছরে উপকারভোগীর সংখ্যা ৫,০৭৯ জন
	৭) সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্বল্পমূল্যে অফিসে যাতায়াতের জন্য পরিবহন সুবিধা প্রদান। বর্তমানে এ সুবিধার আওতায় ৭০০০ জনকে সময়মতো অফিসে আনা-নেয়া করা হচ্ছে।	৭) বিদেশ ফেরত অসুস্থ ও মৃত কর্মী পরিবহনে অ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রদান।
	৮) মহিলাদের জন্য স্বল্পমূল্যে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান। বছরে ৯৭৫ জনকে বিভিন্ন ট্রেড কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।	৮) প্রবাসে সমস্যাগ্রস্থ নারী কর্মীদের সেইফ হোমে আশ্রয় দান। বাংলাদেশ দূতাবাস/ মিশনসমূহের মাধ্যমে আইনি সহায়তা প্রদান।
	৯) সরকারি কলোনিতে অবস্থিত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দ্বারা গঠিত ক্লাব/কমিউনিটি সেন্টারে বার্ষিক অনুদান প্রদান।	৯) বিদেশ বসবাসরত অনাবাসী ও অনিবন্ধিত বাংলাদেশী কর্মীদের বোর্ডের সদস্যপদ প্রদান।
	১০) সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর প্রায় ৩,০০০ সন্তান নিয়ে প্রতিবছর বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন।	
সেবাগ্রহীতার সংখ্যা	কর্মরত, অবসরপ্রাপ্ত ও মৃত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যসহ প্রায় ১ (এক) কোটি।	প্রবাসে অবস্থানরত প্রায় ১ (এক) কোটি বাংলাদেশী
বাজেট বরাদ্দ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মোট বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ৫৩১,৭৫,০০,০০০/- টাকা। এর মধ্যে সরকারের অনুদানের পরিমাণ ১৭৭,০০,০০,০০০/- এবং বোর্ডের নিজস্ব আয়ের পরিমাণ ৩৫৪,৭৫,০০,০০০/-	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মোট বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ৬৩১,০০,০০,০০০/- টাকা।

উল্লিখিত বর্ণনামতে দেখা যায় বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড উভয়ই আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। সংস্থা ০২টির সেবাগ্রহীতার সংখ্যা এবং বাজেট বরাদ্দ প্রায় একই হলেও কার্যক্রমের ভিন্নতা রয়েছে। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে প্রতিবছর যে পরিমাণ সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সেবা প্রদান করা হয় সে তুলনায় ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত সেবাগ্রহীতার সংখ্যা অনেক কম। কিন্তু ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড এর সাংগঠনিক কাটামোতে ৪৮১ টি

পদ থাকলেও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর অনুমোদিত পদসংখ্যা মাত্র ২৭০। সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সার্বিক কল্যাণে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড নানাবিধ কার্যক্রম ইতোমধ্যে গ্রহণ করেছে। আরো নতুন নতুন কার্যক্রম গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ফলে কাজের পরিধি বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ভবিষ্যতে কাজের পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পাবে। কাজেই প্রস্তাবিত পদসমূহ বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন।

(৪) বোর্ডের সকল ই-সেবার ক্ষেত্রে "Single Sign-On (SSO)' System বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। সে পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের সকল অনলাইন সেবার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রণয়ন করতে হবে। এখানে প্রত্যেক কর্মচারীর জন্য একটি ইউনিক আইডি থাকবে যেটি ব্যবহার করে তিনি একবারই রেজিস্ট্রেশন করবেন এবং যে কোন সেবার জন্য আবেদন করতে পারবেন। SSO System চালু এবং তা রক্ষণাবেক্ষণ এর জন্য তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কিত পদ সৃজন করা প্রয়োজন।

(৫) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক সময়োপযোগী কিছু নতুন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন: বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক প্রাধিকারপ্রাপ্ত পিআরএল ভোগরত কর্মকর্তাগণের জন্য বিমানবন্দরে ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহারের বিষয়ে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরন। প্রাধিকারপ্রাপ্ত পিআরএল ভোগরত/অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের অনুকুলে সার্কিট হাউজের কক্ষ বরাদ্দের বিষয়ে জেলা প্রশাসনের সাথে পত্র যোগাযোগ। সরকারি কর্মচারীদের অসুস্থতার সময় চিকিৎসা সেবা গ্রহণে/জরুরি কোন কাজে তাদের সাহায্য করার জন্য Caregiver pool/Attendent pool তৈরি। মৃত্যুবরণকারী সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় কল্যাণ বোর্ডের পক্ষ থেকে শোকবার্ত প্রেরণ। সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে ডায়াগনস্টিক ও প্যাথলজিক্যাল ল্যাব সেবা এবং ফিজিওথেরাপি সেন্টার চালুকরণ। জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে সম্মানীর বিনিময়ে ডাক্তার নিয়োগের মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান। এ ধরনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্যও নতুন জনবল প্রয়োজন।

(৬) উপরিউক্ত কারণসমূহ ছাড়াও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর উদ্যোগে বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও প্রধান কার্যালয়, ঢাকায় সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়ে কর্মশালার আয়োজন এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মতবিনিময় সভার পর বোর্ডের চলমান সেবা প্রাপ্তির আবেদনের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় প্রায় ৩০% বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু পূর্বের তুলনার কাজের ব্যপকতা বৃদ্ধি পেলেও প্রয়োজনীয় জনবলের ঘাটতির জন্য স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে। কাজেই বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোতে প্রস্তাবিত জনবল সংযোজন করা প্রয়োজন।

বোর্ড সভায় উপস্থাপিত সাংগঠনিক কাঠামো পর্যালোচনা করা হয়। সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব উল্লেখ করেন যে, বাস্তবতার নিরিখে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক জনবল বৃদ্ধির প্রস্তাব যৌক্তিক এবং তা নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা যায়। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ এর চেয়ারম্যান উল্লেখ করেন যে, সম্প্রতি বিআরটিসি তে যে হারে জনবল বৃদ্ধি করা হয়েছে সে তুলনায় বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক চাহিত জনবলের সংখ্যা কম। **বিআরটিসি এর জনবলের সংখ্যা প্রায় ৩গুন বৃদ্ধি করা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক** বর্তমানে ৫২০ টি পদ সম্বলিত সাংগঠনিক কাঠামো প্রস্তুত করা হয়েছে। বোর্ডের বর্তমান অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা ২৭০ টি। অর্থাৎ **২৫০ টি পদ বৃদ্ধি করা হয়েছে যা, পূর্বের ১.৯২ গুন এবং ৯২.৬০% বেশী।** জনবল বৃদ্ধির হার যৌক্তিক। সভায় অন্যান্য সদস্যগণ এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত: বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড প্রধান কার্যালয়, ঢাকায় জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১৬৭ টি এবং বিভাগীয় কার্যালয়সমূহের জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৮৩ টিসহ মোট ২৫০ টি নতুন পদ সৃষ্টির বিষয়ে নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়।

বাস্তবায়ন: (১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।
(২) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

আলোচ্যসূচি ০৫। বোর্ডের নিজস্ব ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমির সংস্থান:

আলোচনা: বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, প্রজাতন্ত্রের অসামরিক কর্মে নিয়োজিত সরকারি কর্মচারী, বোর্ডের তালিকাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় কর্মরত এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীসহ প্রায় ১৯ লক্ষাধিক কর্মচারী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যসহ প্রায় ১ (এক) কোটি মানুষের আর্থ সামাজিক নিরাপত্তা বিধানসহ তৃণমূল পর্যায়ে অধিকতর কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার কল্যাণমূলক সেবা প্রদানে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোতে অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা ২৭০ জন। অন্যদিকে, **স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে** সাংগঠনিক কাঠামো বহির্ভূত আরো ২৪১ জনবলসহ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মোট জনবল (২৭০+২৪১) =৫১১ জন। বর্তমানে সেগুনবাগিচাস্থ ১ম ১২তলা সরকারি অফিস ভবনের ১১তলায় মাত্র (২২০ X ৫২) =১১,৪৪০ বর্গফুট ফ্লোরস্পেস ব্যবহার করে বোর্ডের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমান বরাদ্দকৃত জায়গায় স্থান সংকুলান না হওয়ায় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে দেশের সকল কর্মচারীর সেবা প্রদানে আরো বেশী সক্ষমতার সঙ্গে কাজ করার প্রচেষ্টা সফল হচ্ছে না।

কর্মচারীগণের কল্যাণে নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করায় বোর্ডের কাজের পরিধি পূর্বের তুলনায় বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। একইসাথে বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো পরিবর্তনের বিষয়টিও বিবেচনাধীন রয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের প্রধান কার্যালয় স্থাপনের পাশাপাশি ফিজিওথেরাপি সেন্টার, প্যাথলজিক্যাল ল্যাব সেন্টার, হেল্পডেস্ক, ওয়ান স্টপ সার্ভিস (ফ্রন্ট ডেস্ক), ডিসপ্লে রুম, কেন্দ্রীয় সার্ভার রুম, কম্পিউটার ল্যাব, প্রশিক্ষণ রুম, সম্মেলনকক্ষ, কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য প্রি-স্কুল ও ডে-কেয়ার সেন্টার, লাইব্রেরি, ডরমেটরি, ফিটনেস সেন্টার, ক্যান্টিন, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, অডিটোরিয়াম, ইত্যাদি স্থাপন করা প্রয়োজন।

বর্ণিত প্রস্তাবনা বাস্তবায়িত হলে প্রজাতন্ত্রের প্রায় ১৯ লক্ষাধিক কর্মচারী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যসহ প্রায় ১ (এক) কোটি লোক বিশেষভাবে উপকৃত হবে। এই ১ (এক) কোটি লোক উপকৃত হলে তারা জনগণের কল্যাণে নিজেদেরকে আরো বেশী নিয়োজিত করতে পারবে। আর এতে উপকৃত হবে দেশের জনগণ। ফলে দেশ দ্রুত কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে পরিণত হবে। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের প্রস্তাবিত মতিঝিলের দিলকুশাতে কল্যাণ ভবন প্রতিষ্ঠিত হলেও উক্ত ভবনটি বাণিজ্যিকভাবে বোর্ডের আয় বৃদ্ধির একটি উদ্যোগ হিসেবে ব্যবহৃত হবে। মতিঝিল একটি বাণিজ্যিক এলাকা। উক্ত এলাকায় বোর্ডের জন্য নিজস্ব অফিসের ব্যবস্থা করা হলে দাপ্তরিক পরিবেশ বিঘ্ন হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। অন্যদিকে, **বাণিজ্যিক স্পেস দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের ফলে বোর্ডের আয়ের পরিমাণও বহুলাংশে হ্রাস পাবে। ফলে উক্ত ভবনে অফিস স্থাপন করা যুক্তিযুক্ত হবে না।**

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্বতন্ত্র একটি নিজস্ব অফিস ভবন (কল্যাণ ভবন) নির্মাণ করা হলে বোর্ডের দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকা হতে আগত সেবাগ্রহীতাদের জন্য অফিস চলাকালীন অবস্থানের পরিবেশও সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের জন্য স্বতন্ত্র অফিস ভবন (কল্যাণ ভবন) নির্মাণ করতে হলে ঢাকা মহানগরীতে ন্যুনতম ০৫ (পাঁচ) একর ভূমি প্রয়োজন হবে। সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ভূমি চেয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে চেয়ারম্যান, রাজউক কে অনুরোধ করা হয়েছে। সরকার হতে প্রস্তাব পাওয়া গেলে ঢাকা মহানগরীর মধ্যে যে কোন সুবিধাজনক এলাকায় বোর্ডের নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমির সংস্থান করা সম্ভব মর্মে চেয়্যারমান রাজউক কর্তৃক আশ্বাস পাওয়া গেছে। অন্যদিকে, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ০৫ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখের ১২২ নং স্মারকের মাধ্যমে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অনুকূলে ভূমি বরাদ্দের বিষয়ে বিধি-বিধানের আলোকে মতামত প্রদানের জন্য চেয়ারম্যান, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হয়েছে।

অর্থায়ন: বোর্ডের নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি পাওয়া গেলে ভূমি মূল্য ব্যয় বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্থায়ী আমানতের সুদ/মুনাফা হতে নির্বাহ করা সম্ভব হবে। অন্যদিকে ভবন নির্মাণ ব্যয় পিপিপি অথবা পিপিআর, ২০০৮ এর "১২৯ বিধিতে" "কনসেশন চুক্তিতে" সম্পাদন করা সম্ভব হবে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের বর্তমান স্থায়ী আমানত (এফডিআর) এর পরিমাণ ৫৪৫,০০,০০,০০০/- (পাঁচ শত পঁয়তাল্লিশ) কোটি টাকা উক্ত এফডিআর হতে বছরে ৪০,০০,০০,০০০/- (চল্লিশ) কোটি টাকা সুদ/মুনাফা পাওয়া যায়।

সার্বিক বিবেচনায় বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের নিজস্ব অফিস ভবন (কল্যাণ ভবন) নির্মাণের জন্য রাজউক এর আওতাধীন ঢাকা মহানগরীর মধ্যে যে কোন সুবিধাজনক স্থানে ০৫ (পাঁচ) একর ভূমি বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদানের নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা যেতে পারে মর্মে মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করলে সভায় উপস্থিত সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত: বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের নিজস্ব অফিস ভবন (কল্যাণ ভবন) নির্মাণের জন্য রাজউক এর আওতাধীন ঢাকা মহানগরীর মধ্যে যে কোন সুবিধাজনক স্থানে ০৫ (পাঁচ) একর ভূমি বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদানের নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়।

বাস্তবায়ন: (১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।
(২) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

আলোচ্যসূচি ০৬। সরকারি মহিলা কর্মচারীদের জন্য ঢাকায় ডরমেটরি/রেস্টহাউস নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমির সংস্থান:

আলোচনা: বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড অসামরিক সরকারি কর্মচারী, বোর্ডের তালিকাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় কর্মরত, অবসরপ্রাপ্ত ও মৃত কর্মচারী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের নানা ধরনের সেবা প্রদান করে আসছে। এ বিপুল সংখ্যক কর্মচারীর মধ্যে কর্মজীবী নারী ও পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান। অবসরপ্রাপ্ত ও কর্মরত সরকারি নারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ, বদলি, চিকিৎসা, পারিবারিক ও অন্যান্য প্রয়োজনের স্বল্প সময়ের জন্য প্রায়ই ঢাকায় আসতে হয়। কিন্তু তাঁদের অনেকেরই ঢাকায় থাকার উপযুক্ত নিরাপদ ব্যবস্থা না থাকায় প্রতিনিয়ত নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। অন্যদিকে, নিজ ব্যবস্থাপনায় থাকতে গিয়ে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হওয়ারও সম্ভবনা থাকে। ফলে তাঁরা মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড একটি কল্যাণমূলক সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান। বোর্ডের কল্যাণ/সেবামূলক কার্যক্রম আরো সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে উপরোক্ত বিষয় বিবেচনায় সরকারি কর্মজীবী ও অবসরপ্রাপ্ত নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য আধুনিক মানের

ডরমেটরি/রেস্টহাউজ নির্মাণ করা প্রয়োজন। সরকারি কর্মজীবী ও অবসরপ্রাপ্ত নারীদের জন্য একটি মানসম্মত ডরমেটরি/রেস্টহাউজ নির্মিত হলে তারা মানসিক প্রশান্তি পাবেন। ডরমেটরি/রেস্টহাউজ নির্মাণের জন্য ঢাকা শহরের মধ্যে ০১ একর ভূমি বরাদ্দ প্রয়োজন।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের সার্বিক তত্বাবধানে কর্মরত সরকারি ও অবসরপ্রাপ্ত মহিলা কর্মচারীদের জন্য ঢাকার মিরপুরে ডরমেটরি/রেস্টহাউজ নির্মাণের বিষয়ে ০১ (এক) একর ভূমি বরাদ্দ প্রদানের নিমিত্ত গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করার জন্য ০২ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র লেখা হয়েছে। এ বিষয়ে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ০৫ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখ ভূমি বরাদ্দের বিষয়ে বিধি-বিধানের আলোকে মতামত সম্বলিত প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য চেয়ারম্যান, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেছেন।

প্রয়োজনীয় ভূমি প্রাপ্তি সাপেক্ষে সরকারি কর্মজীবী ও অবসরপ্রাপ্ত নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অগ্রাধিকার দিয়ে তাঁদের জন্য আধুনিক মানের ডরমেটরি/রেস্টহাউজ নির্মাণে আনুমানিক ৫-৬ বছর সময়ের প্রয়োজন হতে পারে। ডরমেটরি/রেস্টহাউজ নির্মিত না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের **"স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচি"** ও **"মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি"**র ন্যায় একটি পৃথক কর্মসূচির আওতায় ঢাকা মহানগরীর মধ্যে ০১ (এক) টি বাসা ভাড়া নিয়ে বিশেষ করে সরকারি কর্মজীবী ও অবসরপ্রাপ্ত নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাময়িক আবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে মহাপরিচালক সভায় অবহিত করেন।

অর্থায়ন: কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত মহিলা কর্মচারীদের ডরমেটরি/রেস্টহাউজ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি পাওয়া গেলে ভূমি মূল্য ব্যয় বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্থায়ী আমানতের সুদ/মুনাফা হতে নির্বাহ করা সম্ভব হবে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের বর্তমান স্থায়ী আমানত (এফডিআর) এর পরিমাণ ৫৪৫,০০,০০,০০০/- (পাঁচশত পঁয়তাল্লিশ) কোটি টাকা উক্ত এফডিআর হতে বছরে ৪০,০০,০০,০০০/- (চল্লিশ) কোটি টাকা সুদ/মুনাফা পাওয়া যায়। অন্যদিকে, ডরমেটরি/রেস্টহাউজ নির্মাণ ব্যয় সরকার হতে প্রাপ্ত অনুদানের মাধ্যমে সম্পাদন করা সম্ভব হবে।

সার্বিক বিবেচনায়-

(ক) দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত বিশেষ করে মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ যারা ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও দাপ্তরিক প্রয়োজনে স্বল্প সময়ের জন্য ঢাকায় আসেন তাঁদের অগ্রাধিকার দিয়ে ঢাকা শহরে সাময়িক অবস্থানের সুবিধার্থে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর একটি পৃথক কর্মসূচি হিসেবে ডরমেটরি/রেস্টহাউজ নির্মাণের নিমিত্ত বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অনুকূলে ঢাকা মহানগরীর মধ্যে সুবিধাজনক স্থানে কমপক্ষে ০১ (এক) একর ভূমি বরাদ্দ প্রদানের নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা যেতে পারে।

(২) প্রয়োজনীয় ভূমি প্রাপ্তি স্বাপেক্ষে আধুনিক মানের ডরমেটরি/রেস্টহাউজ নির্মাণে আনুমানিক ৫-৬ বছর সময়ের প্রয়োজন হতে পারে। ডরমেটরি/রেস্টহাউজ নির্মিত না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের **"স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচি"** ও **"মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি"**র ন্যায় একটি পৃথক কর্মসূচি গ্রহণপূর্বক ঢাকা মহানগরীর মধ্যে ০১ (এক) টি বাসা ভাড়া নিয়ে বিশেষ করে সরকারি কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাময়িক আবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন।

এ পর্যায়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ডরমেটরি/রেস্টহাউজ নির্মাণের নিমিত্ত বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অনুকূলে ঢাকা মহানগরীর মধ্যে সুবিধাজনক স্থানে কমপক্ষে ০১ (এক) একর ভূমি বরাদ্দ প্রদানের নীতিগত অনুমোদন এর বিষয়ে একমত পোষণ করে ঢাকা মহানগরীর মধ্যে ০১ (এক) টি বাসা ভাড়া নিয়ে সাময়িক আবাসনের ব্যবস্থা করতে কি পরিমাণ ব্যয় হতে পারে সে বিষয়ে কোন সমীক্ষা করা হয়েছে কিনা তা জানতে চাইলে মহাপরিচালক অবহিত করেন যে বাসা ভাড়ার বিষয়ে নীতিগত অনুমোদন পাওয়া গেলে সম্ভাব্য ব্যয়ের সমীক্ষা করা হবে। এ পর্যায়ে অতিরিক্ত সচিব বাসা ভাড়া নেয়ার পূর্বে ব্যয়ের সমীক্ষা করা প্রয়োজন মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। এ বিষয়ে সকল সদস্য একমত পোষণ করেন। অন্যদিকে বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ডরমেটরি/রেস্টহাউজ শুধুমাত্র সরকারি কর্মজীবী ও অবসরপ্রাপ্ত নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য উন্মুক্ত রাখা প্রয়োজন। এ বিষয়েও সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত: (১) দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ যারা ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও দাপ্তরিক প্রয়োজনে স্বল্প সময়ের জন্য ঢাকায় আসেন তাঁদের ঢাকা শহরে সাময়িক অবস্থানের সুবিধার্থে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর একটি পৃথক কর্মসূচি হিসেবে ডরমেটরি/রেস্টহাউজ নির্মাণের নিমিত্ত বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অনুকূলে ঢাকা মহানগরীর মধ্যে সুবিধাজনক স্থানে কমপক্ষে ০১ (এক) একর ভূমি বরাদ্দ প্রদানের নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়।

(২) ভাড়ার বিনিময়ে ডরমেটরি/রেস্টহাউজ পরিচালনার সম্ভাব্য ব্যয় নিরূপন করে পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

বাস্তবায়ন: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্যসূচি ০৭। **বোর্ডের নিজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০৫ (পাঁচ) তারকা হোটেল নির্মাণের জন্য ভূমির সংস্থান:**

আলোচনা: বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড অসামরিক সরকারি কর্মচারী, বোর্ডের তালিকাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় কর্মরত এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীসহ প্রজাতন্ত্রের প্রায় ১৯ লক্ষাধিক কর্মচারী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যসহ প্রায় ১ (এক) কোটি লোকের আর্থ সামাজিক নিরাপত্তা বিধানসহ তৃণমূল পর্যায়ে অধিকতর কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার কল্যাণমূলক সেবা প্রদানের মাধ্যমে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের এসকল অনুদানের ব্যয় কর্মচারীদের নিকট হতে প্রাপ্ত কল্যাণ তহবিলের চাঁদা, যৌথবীমা প্রিমিয়াম, স্থায়ী আমানতের মুনাফা হতে পরিশোধ করা হয়। কিন্তু এ সকল খাত হতে প্রাপ্ত অর্থ অপ্রতুল হওয়ায় তা দিয়ে সেবামূলক কার্যক্রমের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব হয়না। কাজেই সরকারের অনুদানের উপর নির্ভর করতে হয়।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহ অনলাইনের মাধ্যমে দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। বোর্ডের কার্যক্রম বিভাগীয় প্রশাসন, জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসন ব্যাপক প্রচার ও প্রচারনা করছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে অনুদান প্রাপ্তির বিষয়ে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে এবং আবেদনের সংখ্যা পুর্বের তুলনায় ৩০% বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও বর্তমানে পরিচালিত কল্যাণমূলক কাজের পরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। এসব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হলে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর আয় বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। নিজস্ব আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে এসব সেবা প্রদান করে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের অধিকতর কল্যাণ নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ এর ধারা ৬ এর (থ) উপধারায় "সময় সময় ও অবস্থার প্রেক্ষিতে যৌক্তিক, বাস্তবধর্মী ও অধিকতর কল্যাণমুখী নতুন নতুন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ" সংক্রান্ত বিষয়ে নির্দেশনা রয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে বোর্ডের নিজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য নানাবিধ আয়বর্ধনমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে সেবা প্রদান সম্ভব হলে সরকারি আর্থিক অনুদানের উপর নির্ভরশীলতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাবে। উল্লেখ্য, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনে দেখা যায় আয়ের খাত হিসেবে বাংলাদেশের পর্যটন খাত একটি অবার সম্ভবনাময় খাত। পর্যটন শিল্পের বিকাশে দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের অবস্থানের জন্য ০৫ (পাঁচ) তারকা মানের হোটেলের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকায় ০৫ (পাঁচ) তারকা মানের আবাসিক হোটেল নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ০৫ (পাঁচ) তারকা মানের আবাসিক হোটেল নির্মাণের জন্য নূন্যতম ০৫ (পাঁচ) একর ভূমি প্রয়োজন।

ইতোমধ্যে বোর্ডের ০২ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখের ০৫.৮১.০০০০.০১৪.৪২.০১৬.২২.৮৩ নং স্মারকের মাধ্যমে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এর সন্নিকটে রাজউক এর আওতাধীন ঢাকার উত্তরায় ০৫ (পাঁচ) একর ভূমি বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদানের বিষয়ে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে অনুরোধের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অনুকূলে ০৫ (পাঁচ) একর ভূমি বরাদ্দ পাওয়া গেলে ০৫ (পাঁচ) তারকা মানের আবাসিক হোটেল নির্মাণের কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হবে মর্মে সভায় অবহিত করা হয়।

অর্থায়ন: বোর্ডের নিজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০৫ (পাঁচ) তারকা মানের আবাসিক হোটেল নির্মাণের জন্য ০৫ (পাঁচ) একর ভূমি পাওয়া গেলে ভূমি ক্রয়ের ব্যয় বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্থায়ী আমানতের সুদ/মুনাফা হতে মেটানো সম্ভব হবে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের বর্তমান স্থায়ী আমানত (এফডিআর) এর পরিমাণ ৫৪৫,০০,০০,০০০/- (পাঁচশত পঁয়তাল্লিশ) কোটি টাকা। উক্ত এফডিআর হতে বছরে প্রায় ৪০,০০,০০,০০০/- (চল্লিশ) কোটি টাকা সুদ/মুনাফা পাওয়া যায়। অন্যদিকে, ভবন নির্মাণ ব্যয় পিপিপি অথবা পিপিআর, ২০০৮ এর "১২৯ বিধিতে" "কনসেশন চুক্তিতে" সম্পাদন করা সম্ভব হবে। এছাড়া, **বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ এর ধারা ১২ এর (১) এর (খ) ও (ঙ) উপধারা এবং ধারা ১৪ এর (গ) ও (চ) উপধারায় "সরকারের অনুমোদনসহ যে কোন বিদেশী সরকার বা সংস্থা বা কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান" ও "সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ" বোর্ডের তহবিল ও কল্যাণ তহবিলের আয় হবে মর্মে উল্লেখ রয়েছে। উক্ত আইনের ধারা ২৭ এ "এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বোর্ড, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে"** মর্মেও উল্লেখ রয়েছে। কাজেই সরকারের অনুমোদনসহ যে কোন বিদেশী সরকার বা সংস্থা বা কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা হতে অনুদান সংগ্রহপূর্বক অথবা সরকারের অনুমোদনক্রমে যেকোন ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ঋণ গ্রহণ করে ৫(পাঁচ) তারকা মানের আবাসিক হোটেল নির্মাণের ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব হবে মর্মে মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন।

সার্বিক বিবেচনায় বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের নিজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য ৫(পাঁচ) তারকা মানের ০১ (এক) টি আবাসিক হোটেল নির্মাণের নিমিত্ত বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অনুকূলে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এর সন্নিকটে রাজউক এর আওতাধীন ঢাকার উত্তরায় নূন্যতম ০৫(পাঁচ) একর ভূমি অথবা ঢাকা মহানগরীর মধ্যে সুবিধাজনক স্থানে নূন্যতম ০৫(পাঁচ) একর ভূমি বরাদ্দ প্রদানের নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা যেতে পারে মর্মে সভাকে অবহিত করা হলে উপস্থিত সকল সদস্য এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত: বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের নিজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য ৫(পাঁচ) তারকা মানের ০১ (এক) টি আবাসিক হোটেল নির্মাণের নিমিত্ত বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অনুকূলে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এর সন্নিকটে রাজউক এর আওতাধীন ঢাকার উত্তরায় নূন্যতম ০৫(পাঁচ) একর ভূমি অথবা ঢাকা মহানগরীর মধ্যে সুবিধাজনক স্থানে নূন্যতম ০৫(পাঁচ) একর ভূমি বরাদ্দ প্রদানের নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়।

বাস্তবায়ন: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্যসূচি ০৮। সারা দেশে প্রসিদ্ধ হাসপাতাল/ক্লিনিক/ডায়াগনস্টিক সেন্টার/ল্যাবরেটরির সাথে সর্বোচ্চ কম মূল্যে চিকিৎসাসেবা/প্যাথলজিক্যাল ল্যাব সেবা প্রদানের জন্য MOU সম্পাদন:

আলোচনা: বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড অসামরিক কর্মে নিয়োজিত এবং বোর্ডের তালিকাভুক্ত স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় কর্মরত, অবসরপ্রাপ্ত ও মৃত কর্মচারী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যগণসহ প্রায় ১ (এক) কোটি লোকের আর্থ সামাজিক নিরাপত্তা বিধানসহ তৃণমূল পর্যায়ে অধিকতর কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার কল্যাণমূলক সেবা প্রদানের মাধ্যমে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যগণ বিভিন্ন সময় নানাধরনের শারীরিক অসুস্থতায়/জটিলতায় ভুগে থাকেন। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এ সকল কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসা বাবদ ব্যয়ের একটি অংশ অনুদান হিসেবে প্রদান করলেও সরাসরি হাসপাতাল, ডায়াগনস্টিক সেন্টার, প্যাথলজিক্যাল ল্যাব সেবা বা ডাক্তারি সেবা প্রদান করে না।

সরকারি কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের অসুস্থতাজনিত কারনে চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে বিভিন্ন ধরনের প্যাথলজিক্যাল ল্যাব টেস্ট করার প্রয়োজন হয়। বর্তমানে সরকারি কর্মচারীদের জন্য ঢাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে ০১টি সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল থাকলেও এর সেবার বিস্তৃতি চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। বর্তমানে বিভাগীয় পর্যায়ে সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলমান রয়েছে, যা সম্পন্ন হতে সময়ের প্রয়োজন। চাহিদার তুলনায় সরকারি হাসপাতালের সংখ্যাও নগন্য।

সে পরিপ্রেক্ষিতে কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসাসেবা/ডায়াগনস্টিক সেন্টার/প্যাথলজিক্যাল ল্যাব সেবা গ্রহণের জন্য প্রায়শঃ বেসরকারি হাসপাতাল/ক্লিনিক/ডায়াগনস্টিক সেন্টারের স্মরণাপন্ন হতে হয়। বেসরকারি হাসপাতাল/ক্লিনিক/ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পরীক্ষা-নীরিক্ষাসহ ডাক্তারি ব্যয় অনেক বেশী হওয়ায় কম বেতনভুক্ত সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে বেসরকারি হাসপাতালে সেবা গ্রহণ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে এবং তাদেরকে আর্থিক সমস্যায় পড়তে হয়। এতে সরকারি কর্মচারীগণ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন। উন্নত চিকিৎসার অভাবে শারীরিক ও মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রেও বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড একটি কল্যাণমূলক সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান। বোর্ডের কল্যাণ/সেবামূলক কার্যক্রম আরো সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে এবং উপরোক্ত বিষয় বিবেচনায় নিয়ে সরকারি কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের জন্য সারাদেশে প্রসিদ্ধ হাসপাতাল/ক্লিনিক/ডায়াগনস্টিক সেন্টার/ল্যাবরেটরির সাথে সর্বোচ্চ কম মূল্যে চিকিৎসাসেবা/প্যাথলজিক্যাল ল্যাব সেবা গ্রহণের লক্ষ্যে MOU করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড ও প্রসিদ্ধ হাসপাতাল/ক্লিনিক/ডায়াগনস্টিক সেন্টার/ল্যারেটেরির সাথে সর্বোচ্চ কম মূল্যে চিকিৎসাসেবা/প্যাথলজিক্যাল ল্যাব সেবা গ্রহণের বিষয়ে MOU করা হলে সরকারি কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্বল্পমূল্যে মানসম্মত চিকিৎসা সেবা প্রদান করা সম্ভব। যা সুস্থ ও দক্ষ জনসম্পদ তৈরিতে যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হবে।

সে পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মরত, অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের জন্য এ্যাপোলো হাসপাতাল, স্কয়ার হাসপাতাল, ল্যাব এইড হাসপাতাল, পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও হাসপাতাল, ইউনাইটেড হাসপাতাল, এভারকেয়ার হাসপাতাল, ইবনে সিনা ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও হাসপাতাল, গ্রীণ লাইফ হাসপাতাল, মেডিনোভা মেডিকেল সার্ভিসেস লিমিটেড, ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হাসপাতাল, শিকদার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, শমরিতা হাসপাতাল, বিআরবি হাসাপতাল ইত্যাদি এর সাথে ৩০% - ৫০% সাশ্রয়ে মূল্যে চিকিৎসাসেবা ও প্যাথলজিক্যাল ল্যাব সেবা প্রদানের বিষয়ে MOU সম্পাদন করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে হাসপাতালগুলোর পরিচালনা পর্যদ বা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধিদের সাথে সভার আয়োজন করে MOU এ কি কি সেবা/বিষয় অন্তর্ভূক্ত হতে পারে তা চূড়ান্ত করা যেতে পারে মর্মে মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সভায় অভিমত ব্যক্ত করেন যে, প্রস্তাবিত বিষয়টি সরকারি কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জন্য সময়োপযোগী ও যুগান্তকারী পদক্ষেপ এবং সংশ্লিষ্ট কাজের সাথে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের আর্থিক কোন সংশ্লেষ নেই। কাজেই প্রস্তাব নীতিগতভাবে অনুমোদন করা যেতে পারে। এ বিষয়ে উপস্থিত সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত: কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সর্বোচ্চ কম মূল্যে চিকিৎসাসেবা/ডায়াগনস্টিক/প্যাথলজিক্যাল ল্যাব সেবা প্রদানের জন্য সারা দেশের প্রসিদ্ধ হাসপাতাল/ক্লিনিক/ডায়াগনস্টিক সেন্টার/ল্যাবরেটরির সাথে MOU সম্পাদনের বিষয়ে নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়।

বাস্তবায়ন: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

০৯। বিবিধ:

(ক) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচিতে ১২টি বড়বাস ও ৪টি মিনিবাসসহ মোট ১৬টি বাস ক্রয়:

আলোচনা: বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক সভায় অবহিত করেন যে, সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে অফিসে যাতায়াতে পরিবহণ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ১টি গাড়ির মাধ্যমে ১৯৭৪ সালে সর্বপ্রথম স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচি চালু করা হয়। ২০১৭ সালে পর্যন্ত এ কর্মসূচির আওতায় ৮২ টি গাড়ি ক্রয় করা হয়। যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ৩২টি গাড়ি অকেজো ঘোষণা করা হয়। অকেজো গাড়ি বিক্রির মাধ্যমে ৭৮,০৫,৮০৩/- টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে এ বহরে বোর্ডের নিজস্ব ৪৮ টি গাড়ি চালু আছে। কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের চাহিদা অনুযায়ী স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচির পরিবহণ বহরে নতুন গাড়ি ক্রয় করা একান্ত অপরিহার্য হওয়ায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১০টি নতুন গাড়ি ক্রয়ের জন্য ১২ এপ্রিল, ২০২২ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়।

অর্থ বিভাগের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান-২ অধিশাখার ২৮ জুলাই, ২০২২ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১২৭.০০. ০০৮.১৯-১৫২ সংখ্যক স্মারকে প্রস্তাবিত বাস সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত না থাকায় এবং বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে উক্ত যানবাহন ক্রয়ের সুযোগ নেই মর্মে জানানো হয়।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের **স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচি** এর আওতায় প্রধান কার্যালয় ঢাকাসহ বিভাগীয় কার্যালয়সমূহে বোর্ডের সচল ৩৫টি বড়বাস ও ১৩টি মিনিবাসসহ মোট ৪৮ টি বাসে ২,৩২৮টি আসন এবং বিআরটিসি থেকে ভাড়াকৃত ২৮টি দ্বিতল ও ১৬টি একতলাসহ মোট ৪৪টি গাড়িতে ২,৭৪০টি আসনসহ সর্বমোট ৫,০৬৮টি আসনের বিপরীতে প্রায় ৭,০০০ (সাত হাজার) সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পরিবহণ সেবা প্রদান করা হচ্ছে। বোর্ডের নিজস্ব ৪৮টি গাড়ির মাধ্যমে ২,৩২৮ জন যাত্রীকে সেবা দেয়ার পরেও ৪,৬৭২ জন যাত্রীকে যথাসময়ে অফিসে আনা নেয়ার জন্য বোর্ডের নিজস্ব আরও ৫২ সিটের ৯০টি বড়বাস প্রয়োজন। যাত্রীদের চাহিদা ও বাস স্বল্পতা দূর করার লক্ষ্যে বিআরটিসি থেকে ৪৪টি বাস ভাড়া করে সাময়িকভাবে যাত্রীসেবা প্রদান করা হচ্ছে।

সম্প্রতি স্টাফবাসগুলো সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রধান কার্যালয়ের আওতায় পরিচালিত ৪১টি এবং বিভাগীয় কার্যালয়ে ৮টি, জেলা পর্যায়ে রাঙ্গামাটিতে ১টি সহ মোট ৫০টি বাসের মধ্যে ১৯৯৪ এবং ২০০৭ সালে ক্রয় করা ২টি বাস মেরামতের অযোগ্য হওয়ায় বন্ধ রাখা হয়েছে। স্টাফবাসগুলোর মধ্যে ১৯৯২ সালে ৪টি, ১৯৯৪ সালে ২টি, ২০১৩ সালে ৯টি, ২০১৪ সালে ১টি, ২০১৫ সালে ৪টি এবং সর্বশেষ ২০১৭ সালে ক্রয়কৃত ২৮টি গাড়িসহ মোট ৪৮টি গাড়ি সচল আছে। এছাড়া, ১৯৯৪ সালে ক্রয়কৃত রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় ব্যবহৃত গাড়িটিও প্রায় অচল হয়ে পড়েছে। স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচির ৪৮টি যানবাহনের মধ্যে ১০টি গাড়ির যান্ত্রিক ত্রুটি, বডির ডেন্ট-পেইন্ট ও ভিতর-বাহির পলিশসহ বসার সিট গুলোর বাস্তবতার নিরিখে মেরামতের অযোগ্য হওয়ায় প্রতিস্থাপন করা একান্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচি ব্যাপক চাহিদা সম্পন্ন সেবামূলক, দৃশ্যমান একটি অতি গুরুত্বপুরণ সেবা কার্যক্রম। বর্তমানে তালিকাভুক্ত ৭,০০০ জন যাত্রীর জন্য কমবেশী ১৩৮টি গাড়ির মধ্যে বোর্ডের নিজস্ব ৪৮টি এবং বিআরটিসি'র ৪৪টি গাড়ির মাধ্যমে এ সেবা কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। অর্থাৎ এ মুহূর্তে গাড়ির স্বল্পতা রয়েছে ৪৬টি। কাজেই বর্তমানে যে ১০টি গাড়ি মেরামত অলাভজনক সে ১০ টি গাড়ি নতুনভাবে ক্রয় করে প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে।

অর্থায়ন: ২০২১-২২ অর্থবছরের মোটরযান ক্রয় খাতে (৪১১২১০১) মোট বরাদ্দের পরিমাণ ছিলো ৬,০০,০০,০০০/- (ছয় কোটি) টাকা। উক্ত টাকা হতে বিভাগীয় পরিচালকের জন্য ৫৫,৭৭,০০০/- (পঞ্চান্ন লাখ সাতাত্তর হাজার) টাকা ব্যয়ে ০১টি বি-গ্রেডের পাজেরো জিপ গাড়ি ক্রয় করা হয়। অব্যয়িত (৬,০০,০০,০০০ - ৫৫,৭৭,০০০) =৫,৪৪,২৩,০০০/- (পাঁচ কোটি চুয়াল্লিশ লাখ তেইশ হাজার) টাকা এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোটরযান ক্রয় খাতে (৪১১২১০১) বরাদ্দ ৩,০০,০০,০০০/- (তিন কোটি) টাকাসহ ২০২২-২৩ অর্থবছরে সর্বমোট (৫,৪৪,২৩,০০০+৩,০০,০০,০০০) =৮,৪৪,২৩,০০০/- (আট কোটি চুয়াল্লিশ লাখ তেইশ হাজার) টাকা বাজেট বরাদ্দ আছে। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ দিয়ে ১২টি বড়বাস এবং ৪টি মিনিবাসসহ মোট ১৬ (ষোল)টি বাস ক্রয় করা যাবে মর্মে মহাপরিচালক সভায় অবহিত করেন।

নতুন বাস ক্রয়ের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনান্তে অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচির বাসগুলো সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সময়মত অফিসে আনা-নেয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়। যেহেতু যাত্রীর সংখ্যার তুলনায় বাসের সংখ্যা অনেক কম কাজেই অর্থ বিভাগের গাড়ী ক্রয়ের বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও বিশেষ বিবেচনায় নতুন গাড়ী ক্রয়ের অনুমতি প্রদানের বিষয়ে অর্থ বিভাগকে অনুরোধ করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত: সেবা গ্রহণকারী কর্মচারীগণের যথাসময়ে অফিসে আসা-যাওয়া নিরবিচ্ছিন্নভাবে নিশ্চিত করার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনাপূর্বক জরুরি ভিত্তিতে স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচির বাস্তব অবস্থা ও সার্বিক বিবেচনায় কমপক্ষে ১২টি বড়বাস এবং ৪টি মিনিবাসসহ মোট ১৬টি বাস ক্রয়ের অনুমতি প্রদানের বিষয়ে অর্থ বিভাগকে অনুরোধের নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়।

বাস্তবায়ন: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(খ) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের তত্বাবধানে কেয়ারগিভার/অ্যাটেন্ডেন্ট পুল সার্ভিস চালুকরণ:

আলোচনা: কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যগণ বিভিন্ন সময় নানাধরনের শারীরিক অসুস্থতা/ জটিলতায় ভুগে থাকেন। ফলে তাঁদেরকে প্রায়শঃ ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নীরিক্ষার জন্য হাসপাতাল/ক্লিনিক/ডায়াগনস্টিক সেন্টারের স্মরণাপন্ন হতে হয়। অনেকসময় গুরুতর অসুস্থতার জন্য হাসপাতালেও ভর্তি হতে হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে পড়াশুনা ও চাকুরির সুবাধে কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর সন্তানেরা পরিবার থেকে দুরে দেশের বিভিন্ন এলাকায় এমনকি বিদেশেও অবস্থান করে থাকেন। ফলে অসুস্থ কর্মকর্তা/কর্মচারী বিশেষ করে অবসরপ্রাপ্তদের জরুরি ভিত্তিতে হাসপাতালে নেয়া সম্ভব হয়না। এতে তাঁদের জীবনের ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায়। একইভাবে প্রয়োজনীয় লোকবলের অভাবে অসুস্থ সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন পরীক্ষা-নীরিক্ষার জন্যও সময়মত হাসপাতাল/ক্লিনিক/ডায়াগনস্টিক সেন্টারে যাওয়া সম্ভবপর হয়না। এমনকি নিয়মিত শারীরিক চেক-আপের জন্য ডাক্তারের সিরিয়াল দিয়ে পরামর্শ গ্রহণ করাও কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড অসামরিক কর্মে নিয়োজিত এবং বোর্ডের তালিকাভুক্ত স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় কর্মরত, অবসরপ্রাপ্ত ও মৃত কর্মচারী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যগণসহ প্রায় ১ (এক) কোটি লোকের আর্থ সামাজিক নিরাপত্তা বিধানসহ তৃণমূল পর্যায়ে

অধিকতর কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার কল্যাণমূলক সেবা প্রদানের মাধ্যমে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কাজেই বর্ণিত ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কাজ করার সুযোগ রয়েছে।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের সার্বিক তত্বাবধানে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ এর ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে কেয়ারগিভার/অ্যাটেন্ডেন্ট পুল গঠন করা সম্ভব হলে তাঁদের মাধ্যমে কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ নিজ খরচে ডাক্তারের সিরিয়ালের পাশাপাশি বিভিন্ন হাসপাতাল/ক্লিনিক/ডায়াগনস্টিক সেন্টারে নানাবিধ পরীক্ষা-নীরিক্ষা সম্পন্ন করতে পারবেন। এছাড়া গুরুতর অসুস্থ্যতার ক্ষেত্রে হাসপাতালে ভর্তির ভর্তি হতে পারবেন এবং তাঁদের দেখাশুনার জন্য নিজ খরচে কেয়ারগিভার/অ্যাটেন্ডেন্ট পুল এর সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। ফলে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ উপকৃত হবেন এবং কেয়ারগিভার/অ্যাটেন্ডেট পুলের সাথে সম্পৃক্ত ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ আর্থিকভাবে লাভবান হবেন। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক এ ধরনের সার্ভিস চালু করতে কোন প্রকার অর্থের প্রয়োজন হবে না। অর্থাৎ কোন ধরনের অর্থের সংশ্লেষ ছাড়াই বোর্ড কর্তৃক একটা নতুন সেবা চালু করা সম্ভব হবে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সভায় অভিমত ব্যক্ত করেন যে, প্রস্তাবিত বিষয়টি কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের জন্য সময়োপযোগী ও যুগান্তকারী পদক্ষেপ এবং সংশ্লিষ্ট কাজের সাথে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের আর্থিক কোন সংশ্লেষ নেই। কাজেই প্রস্তাব নীতিগতভাবে অনুমোদন করা যেতে পারে। এ বিষয়ে উপস্থিত সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত: বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের সার্বিক তত্বাবধানে কেয়ারগিভার/অ্যাটেন্ডেন্ট পুল সার্ভিস চালুর বিষয়ে নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়।

বাস্তবায়ন: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(গ) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের তত্বাবধানে বিভিন্ন দপ্তরে পত্র যোগাযোগ সেবা চালুকরণ:

আলোচনা: কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দকে সময় সময় বিভিন্ন প্রয়োজনে বিশেষ করে জমিজমা সংক্রান্ত বিষয়ে এবং অবরপ্রাপ্তদের পেনশন সংক্রান্ত কাজে সরকারি দপ্তরে যোগাযোগ করতে হয়। দাপ্তরিক কর্মব্যস্ততার জন্য কর্মরত সরকারি কর্মচারীগণ ব্যক্তিগতভাবে ঐসকল দপ্তরে সময়মত যোগাযোগ করতে পারেন না। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেবা প্রাপ্তিতে বিলম্ব হয়। অন্যদিকে, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এ সমস্যা আরো বেশী হয়ে থাকে। অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীগণ অবসরের পর সাধারণত নিজ জেলায় অবস্থান করেন। তাছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে পড়াশুনা ও চাকুরির সুবাধে কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সন্তানেরা পরিবার থেকে দুরে দেশের বিভিন্ন এলাকায় এমনকি বিদেশেও অবস্থান করে থাকেন। ফলে কর্মরত/অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের পক্ষে তাঁদের পরিবারের সদস্যগণও যোগাযোগ রক্ষা করতে পারেন না। এতে কাঙ্খিত সেবা প্রাপ্তিতে বিলম্ব হয়। অনেকসময় বিড়ম্বনারও স্বীকার হতে হয়।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড অসামরিক কর্মে নিয়োজিত এবং বোর্ডের তালিকাভূক্ত স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় কর্মরত, অবসরপ্রাপ্ত ও মৃত কর্মচারী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যগণসহ প্রায় ১ (এক) কোটি লোকের আর্থ সামাজিক নিরাপত্তা বিধানসহ তৃণমূল পর্যায়ে অধিকতর কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার কল্যাণমূলক সেবা প্রদানের মাধ্যমে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কাজেই বর্ণিত ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কাজ করার সুযোগ রয়েছে। কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের পক্ষে তাঁদের আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে পত্র যোগাযোগ সেবা চালু করতে পারে। পত্র যোগাযোগ সেবা চালু হলে কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ স্বল্পতম সময়ে তাঁদের কাঙ্খিত সেবা পাবেন। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক এ ধরনের সেবা চালু করতে কোন প্রকার অর্থের প্রয়োজন হবে না। অর্থাৎ কোন ধরনের অর্থের সংশ্লেষ ছাড়াই বোর্ড কর্তৃক আরো একটা নতুন সেবা চালু করা সম্ভব হবে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সভায় অভিমত ব্যক্ত করেন যে, প্রস্তাবিত বিষয়টি কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের জন্য সময়োপযোগী পদক্ষেপ এবং সংশ্লিষ্ট কাজের সাথে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের আর্থিক কোন সংশ্লেষ নেই। কাজেই প্রস্তাব নীতিগতভাবে অনুমোদন করা যেতে পারে। এ বিষয়ে উপস্থিত সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত: কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের পক্ষে তাঁদের আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে পত্র যোগাযোগ সেবা চালুর বিষয়ে নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়।

বাস্তবায়ন: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(ঘ) কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত মহিলা কর্মচারীদের জন্য ড্রাইভিং ট্রেনিং চালুকরণ:

আলোচনা: বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের **মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি** এর আওতায় প্রধান কার্যালয় ঢাকাসহ বিভাগীয় কার্যালয়সমূহে কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের ওপর নির্ভরশীল মহিলাসহ অন্যান্য মহিলাদের সাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য তাঁদেরকে বিভিন্ন ট্রেড কোর্সে স্বল্পমূল্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। যে সকল কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে তন্মধ্যে কম্পিউটার বেসিক কোর্স, গ্রাফিক্স ডিজাইন, বিউটিফিকেশন, কনফেকশনারি, সেলাই ও কাটিং, ব্লক-বুটিক, সেক্রেটারিয়েল সায়েন্স অন্যতম। সম্প্রতি ফ্রি-ল্যান্সিং ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কোর্স দুইটিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এসকল কোর্সের মেয়াদ ০৩ থেকে ০৬ মাস পর্যন্ত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মহিলা গাড়িচালকদের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে (সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো)। সম্প্রতি বাংলাদেশেও মহিলা গাড়িচালকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের **মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি** এর আওতায় কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত মহিলা কর্মচারী এবং কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের ওপর নির্ভরশীল মহিলাসহ অন্যান্য মহিলাদের স্বল্পমূল্যে গাড়িচালনায় প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ করে গড়ে তুলতে পারলে নিজ প্রয়োজন মেটানোর পাশাপাশি দেশে ও বিদেশে তাঁরা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করতে পারবেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে **মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি** এর আওতায় **ড্রাইভিং ট্রেনিং** কোর্স চালু করে কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত মহিলা কর্মচারীদের অগ্রাধিকার দিয়ে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের ওপর নির্ভরশীল মহিলাসহ অন্যান্য মহিলাদের স্বল্পমূল্যে গাড়িচালনায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে। প্রাথমিকভাবে সম্মানী প্রদানের ভিত্তিতে বিআরটিএ অথবা বিআরটিসি এর প্রশিক্ষকের মাধ্যমে সপ্তাহে ৫ দিন প্রতিদিন ২ ঘন্টা করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সভায় অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক ড্রাইভিং ট্রেনিং চালু করা সম্ভব হলে কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত মহিলা কর্মচারীদের গাড়িচালনায় দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে। এর পাশাপাশি অন্যান্য মহিলাদের ও স্বল্পমূল্যে গাড়িচালনায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হবে। যেহেতু বর্তমান সময়ে মহিলা গাড়িচালকদের দেশে ও বিদেশে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে কাজেই এ কোর্সটি চালুর বিষয়ে নীতিগতভাবে অনুমোদন করা যেতে পারে। এ বিষয়ে উপস্থিত সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত: (১) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের **মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি** এর আওতায় **ড্রাইভিং ট্রেনিং** কোর্স চালু করে কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত মহিলা কর্মচারীদের অগ্রাধিকার দিয়ে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের ওপর নির্ভরশীল মহিলাসহ অন্যান্য মহিলাদের স্বল্পমূল্যে গাড়িচালনায় প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়ে নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়।

(২) প্রাথমিকভাবে সম্মানী প্রদানের ভিত্তিতে বিআরটিএ অথবা বিআরটিসি এর প্রশিক্ষকের মাধ্যমে সপ্তাহে ৫ দিন, প্রতিদিন ২ ঘন্টা করে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

বাস্তবায়ন: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(ঙ) অ্যাম্বুলেন্স ও ফ্রিজার ভ্যান সার্ভিস চালুকরণ:

আলোচনা: বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড অসামরিক সরকারি কর্মচারী, বোর্ডের তালিকাভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় কর্মরত এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীসহ প্রায় ১৯ লক্ষ কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যসহ প্রায় ০১ (এক) কোটি সদস্যকে নানাধরনের সেবা প্রদান করে থাকে। তন্মধ্যে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান, মৃত কর্মচারীর পরিবারকে এককালীন যৌথবীমা অনুদান, কল্যাণভাতা ও দাফন অনুদান অন্যতম। এছাড়া সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ চাকরিরত অবস্থায় অসুস্থ হলে বা তাঁর ওপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসাজনিত ব্যয়ের বিপরীতে সাধারণ চিকিৎসা অনুদান প্রদান করে থাকে। অন্যান্য উল্লেখ্যযোগ্য সেবার মধ্যে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য পরিবহন সেবা এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ওপর নির্ভরশীল মহিলাদের স্বাবলম্বী করার জন্য স্বল্পমূল্যে বিভিন্ন ট্রেডকোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান।

উপরে বর্ণিত সেবামূলক কার্যক্রমসহ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড নানাবিধ কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করলেও ফ্রিজার ভ্যান না থাকায় মৃত কর্মচারীদের মৃতদেহ বহন করতে পারছে না। অন্যদিকে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের নিজস্ব কোন অ্যাম্বুলেন্স না থাকায় কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত অসুস্থ কর্মচারীদের সময়মত হাসপাতালে নেয়া সম্ভব হচ্ছে না। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর নানাবিধ কল্যাণমূলক কার্যক্রম সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, জনতা ব্যাংক লিমিটেড ও রুপালী ব্যাংক লিমিটেড এর মাধ্যমে সেবাগ্রহীতাদের অনুকূলে প্রেরণ করা হয়। উল্লেখ্য, বোর্ডের প্রায় ৫৪৫ (পাঁচশত পঁয়তাল্লিশ) কোটি টাকা সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, জনতা ব্যাংক লিমিটেড ও রুপালী ব্যাংক লিমিটেড এর বিভিন্ন শাখায় স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ করা রয়েছে। এ সকল ব্যাংক কর্পোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি (সিএসআর) এর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নানাবিধ সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ব্যাংক এর কর্পোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি (সিএসআর) হতে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর অনুকূলে ০১ (এক) টি ফ্রিজার ভ্যান ও ০১ (এক) টি অ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ করা হলে মৃত কর্মচারীদের মৃতদেহ বহন এবং কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত অসুস্থ কর্মচারীদের সময়মত হাসপাতালে নেয়া সম্ভব হবে।

ইতিমধ্যে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, জনতা ব্যাংক লিমিটেড ও রুপালী ব্যাংক লিমিটেড এর প্রত্যেকটি হতে ০১ (এক) টি করে ফ্রিজার ভ্যান ও ০১ (এক) টি করে অ্যাম্বুলেন্স সরবরাহের অনুরোধ করে আধা-সরকারি পত্র (ডি.ও. লেটার) প্রেরণ করা হয়েছে। আশা করা যায় ব্যাংকগুলো হতে ফ্রিজার ভ্যান ও অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া যাবে। ফ্রিজার ভ্যান ও অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া গেলে স্বল্পমূল্যে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর মাধ্যমে কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি মৃত কর্মচারীদের মৃতদেহ বহন এবং কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত অসুস্থ কর্মচারীদের সময়মত হাসপাতালে নেয়ার কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হবে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সভায় অভিমত ব্যক্ত করেন যে, প্রস্তাবিত বিষয়টি কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের জন্য সময়োপযোগী ও যুগান্তকারী পদক্ষেপ এবং সংশ্লিষ্ট কাজের সাথে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের যে আর্থিক সংশ্লেষ আছে তা খুবই সামান্য। কাজেই প্রস্তাব নীতিগতভাবে অনুমোদন করা যেতে পারে। এ বিষয়ে উপস্থিত সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত: ব্যাংক হতে ফ্রিজার ভ্যান ও অ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ করা হলে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক স্বল্পমূল্যে কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি মৃত কর্মচারীদের মৃতদেহ বহন এবং কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত অসুস্থ কর্মচারীদের সময়মত হাসপাতালে নেয়ার কার্যক্রম চালুর বিষয়ে নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়।

বাস্তবায়ন: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

১০। বোর্ড সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

২৭/০৪/২২

মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দীন চৌধুরী
সিনিয়র সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।